ফয়যানে মদীনা

জুলাই ২০২২





কুরআনে করীমে
যিকরে মক্কা ও মদীনা

একটি ঘটনা একটি মুজিযা

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত

শিশুরা কি হজ্ব করতে পারবে?

পশুদের প্রতি অত্যাচার করবেন না!

যমযমের পানির বরকত

জাহান্নামে নারীদের আধিক্য কেন হবে?

প্রকাশনায় :

মাকতাবাতুল মদীনা

Presented by :
Translation Department (Dawat-e-Islami)

ফয়যানে মদীনা

জুলাই ২০২২

উপস্থাপনায় :

অনুবাদ বিভাগ

দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রকাশনায় :

মাকতাবাতুল মদীনা

দা'ওয়াতে ইসলামী

মাদানী চ্যানেল বাংলা

দেখতে থাকুন

ধারাবাহিক পর্ব: নতুন লেখক



কুরআনে করীমে যিকরে মক্কা ও মদীনা

আকিফ আত্তারী

(দাওরায়ে হাদীস ক্লাস, মারকাযী জামেয়াতুল মদীনা ফয়যানে মদীনা ফয়সালাবাদ)

মক্কায়ে মুকাররমা ও মদীনায়ে মুনাওয়ারা زَادَهُمُ اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا হলো ঐ মুবারক স্থান, যেখানে **মাহবুবে খোদা হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** অবস্থান দ্বারা ধন্য করেছেন। এই কারণে মক্কা ও মদীনা আশিকানে রাসূলের অন্তরের জন্য স্বস্তি ও প্রশান্তির উপলক্ষ্য, কুরআন মজীদের অনেক জায়গায় মক্কা ও মদীনার আলোচনা করা হয়েছে, যা নিম্নে প্রদান করা হলো:

কুরআন মজীদে মক্কায়ে মুকাররমার আলোচনা :

(১) প্রথম ঘর: اِنَّ اَوَّلَ بَیْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِیْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّ هُدًى لِّلْعٰلَمِیْنَ ﴿۹۶﴾ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিশ্চয় সর্বপ্রথম ঘর, যা মানবজাতি ইবাদতের জন্য নির্দ্ধারিত হয়েছে, সেটাই যা মক্কায় অবস্থিত, বরকতময় ও সমগ্র জাহানের পথ প্রদর্শক। (পারা ৪, আলে ইমরান, ৯৬)

ইহুদীরা বলেছিলো যে, "আমাদের কিবলা অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাস কাবা থেকে উত্তম, কেননা এটি পূর্ববর্তী আম্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام এর কিবলা ছিলো, তাছাড়া এটি খানায়ে কাবার চেয়েও পুরাতন।" এই কথা খন্ডনের জন্য এই আয়াতে করীমা অবতীর্ণ হয়েছে। (খাযিন, আলে ইমরান, ৯৬নং আয়াতের পাদটীকা, ১/২৭৪) আর বলে দেয়া হলো যে, পৃথিবীর বুকে ইবাদতের জন্য সর্বপ্রথম যেই ঘর প্রস্তুত করা হয়েছে, তা হলো খানায়ে কাবা।

(২) মানুষের আশ্রয়স্থল: وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَ اَمْنًا ؕ وَ اتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ وَ عَهِدْنَاۤ اِلٰۤى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهِّرَا بَیْتِیَ لِلطَّآىٕفِیْنَ وَ الْعٰكِفِیْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿۱۲۵﴾ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর (স্মরণ করুন) যখন আমি এ ঘরকে মানবজাতির জন্য আশ্রয়স্থল ও নিরাপদ স্থান করেছি

আর (বললাম:) 'ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর স্থানকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ করো।' আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে তাগিদ দিয়েছি, 'আমার ঘরকে খুব পবিত্র করো- তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী এবং রুকু ও সিজদাকারীদের জন্য।' (পারা ১, বাকারা, ১২৫) আয়াতে মুবারাকায় "الْبَيْتَ" দ্বারা কাবা শরীফ উদ্দেশ্য আর এতে সম্পূর্ণ হারাম শরীফ অন্তর্ভূক্ত। "مَثَابَةً" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বারবার ফিরে আসার জায়গা। এখানে মুসলমানরা বারবার হজ্ব ও ওমরা এবং যিয়ারতের জন্য ফিরে যায়। আর নিরাপদ বানানো দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, হেরেমে কাবায় হত্যাযজ্ঞ হারাম। (মাদারিক, বাকারা, ১২৫নং আয়াতের পাদটীকা, ৭৭ পৃষ্ঠা) আর আয়াতে মাকামে ইব্রাহীম হলো ঐ পাথর, যাতে দাঁড়িয়ে হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام কাবায়ে মুয়াযযমার নির্মাণ করেন এবং এতে তাঁর কদম মুবারকের চিহ্ন রয়েছে, একে নামাযের স্থান হিসাবে নির্ধারণ করা মুস্তাহাব। (বায়যাভী, বাকারা, ১২৫নং আয়াতের পাদটীকা, ১/৩৯৮)

(৩) মক্কায়ে মুকাররমার শপথ স্মরণ করা:

لَاۤ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِۙ(۱) وَ اَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِۙ(۲) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আমায় এ শহরের শপথ, যেহেতু **হে মাহবুব**, আপনি এই শহরে তাশরীফ রাখছেন। (পারা ৩০, বালাদ, ১-২) সীরাতুল জিনানে এই দুই আয়াতের ব্যাপারে রয়েছে: **হে প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমায় এই শহর মক্কার শপথ! যেহেতু আপনি এই শহরে তাশরীফ নিয়ে এসেছেন। **হে প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মক্কায়ে মুকাররমার এই মহত্ব আপনার সেখানে তাশরীফ আনার কারণে অর্জিত হয়েছে। (সীরাতুল জিনান, ১০/৬৭৮-৬৭৯)

কুরআন মজীদে মদীনা মুনাওয়ারার زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا **ফযীলত:**

(১) মদীনায়ে তায়্যিবা উত্তম স্থান: وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ؕ وَ لَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۙ(۴۱) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর যারা অত্যাচারিত হয়ে **আল্লাহ**র পথে আপন ঘর-বাড়ী ছেড়ে দেয়, অবশ্যই আমি তাদেরকে দুনিয়ার মধ্যে উত্তম আবাস দেবো; আর নিশ্চয় আখিরাতের সাওয়াব খুব বড়; কিভাবে লোকেরা জানতো! (পারা ১৪, নাহল, ৪১)

সীরাতুল জিনানে রয়েছে: এই আয়াতে মুবারাকায় উত্তম জায়গা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মদীনায়ে তায়্যিবা, যাকে **আল্লাহ পাক** তাঁর জন্য হিজরতের জায়গা বানিয়েছেন। এই আয়াত দ্বারা মদীনা মুনাওয়ারার ফযীলতও জানা গেলো যে, এখানে একে "حَسَنَةً" (উত্তম স্থান) ইরশাদ করা হয়েছে। (সীরাতুল জিনান, ৫/৩১৮)

(২ ঈমানের ঘর: وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর যারা প্রথম থেকে এ শহর ও ঈমানের মধ্যে গৃহ নির্মাণ করেছে। (পারা ২৮, হাশর, ৯) এই আয়াতে আনসার সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان প্রচুর প্রশংসা ও গুনাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে, অতএব এই আয়াতের সারমর্ম হলো যে, যারা মুহাজিরদের পূর্বে বা তাঁদের হিজরতের পূর্বে বরং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

এর তাশরীফ নিয়ে আসার পূর্বে এই মদীনা শহরকে নিজের দেশ ও ঈমানকে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছে।

(সীরাতুল জিনান, ১০/৭৩)

আল্লাহ পাক সকল আশিকানে রাসূলকে বারবার হারামাঈন শরীফাঈনের যিয়ারত দ্বারা ধন্য করুক। اٰمِين

মক্কায়ে মুকাররমার ১০টি ফযীলত

শানাওয়ার গণী বাগদাদী
(দরযায়ে রাবেয়া, জামেয়াতুল মদীনা ফয়যানে ইমাম গাযালী, ফয়সালাবাদ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه মক্কায়ে মুকাররমা খুবই বরকতময় শহর। প্রত্যেক মুসলমান এর হাজিরীর আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে আর যদি সাওয়াবের নিয়্যতও হয় তবে নিঃসন্দেহে দীদারে মক্কায়ে মুকাররমার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করাও ইবাদত। আসুন! মক্কায়ে মুকাররমা যা কিনা **আল্লাহ পাকের** খবুই প্রিয় শহর, এর ফযীলত শ্রবণ করি:

ওয়াহাঁ পেয়ারা কাবা এহাঁ সবজ গুম্বদ
ওহ মক্কা ভি মিঠা তো পেয়ারা মদীনা

(১) মক্কা হলো নিরাপদ শহর: কুরআনে করীমে অসংখ্য জায়গায় মক্কায়ে মুকাররমার বর্ণনা হয়েছে। যেমনটি প্রথম পারা সূরা বাকারার ১২৬ নং আয়াতে রয়েছে: **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর যখন ইব্রাহীম আরয করলেন: 'হে আমার **প্রতিপালক**! এ শহরকে নিরাপদ করে দাও! (পারা ১, বাকারা ১২৬)

(২) মক্কায় রমযান: রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: رَمَضَانُ بِمَكَّةَ اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ رَمَضَانَ بِغَيْرِ مَكَّة অর্থাৎ মক্কায় রমযান অতিবাহিত করা মক্কা ব্যতীত হাজার রমযান অতিবাহিত করার চেয়ে উত্তম। (মুসনাদে বাযযার, ১২/৩০৩, হাদীস ৬১৪৪)

(৩) নবীয়ে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর প্রিয় শহর:** হযরত আব্দুল্লাহ বিন আদী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: আমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখেছি যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাযওয়ারা নামক স্থানের নিকটে তাঁর উটনির উপর বসে ইরশাদ করছিলেন: **আল্লাহর** শপথ! তুমি **আল্লাহ** পাকের সকল ভূমির মধ্যে উত্তম ভূমি আর **আল্লাহ** পাকের সকল ভূমির মধ্যে তুমি মক্কা শরীফ আমার অধিক প্রিয়। **আল্লাহর** শপথ! যদি আমাকে এই জায়গা থেকে বের হওয়ার জন্য বাধ্য করা না হতো তবে আমি কখনোই বের হতাম না। (ইবনে মাজাহ, ৩/৫১৮, হাদীস ৩১০৮)

(৪) মক্কা মুকাররমার ভূমি কিয়ামত পর্যন্ত হেরম: হযরত সাফিয়া বিনতে শায়বা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا বলেন; **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কা বিজয়ের দিন খুতবা প্রদান করেন: হে লোকেরা! এই শহরকে ঐ দিন থেকে **আল্লাহ পাক** হেরেম বানিয়ে দিয়েছেন, যেই দিন আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, অতএব কিয়ামত পর্যন্ত **আল্লাহ পাক** এটিকে হারাম করাতে এটি সম্মানিত। (ইবনে মাজাহ, ৩/৫১৯, হাদীস ৩১০৯)

ঠান্ডি ঠান্ডি হাওয়া হেরেম কি হে বারিশ আল্লাহ কে করম কি হে

(৫) মক্কা ও মদীনায় দাজ্জাল প্রবেশ করবে না: প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ مَكَّةَ وَلَا الْمَدِيْنَةَ অর্থাৎ মক্কা ও মদীনায় দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না। (মুসনাদে আহমদ, ১০/৮৫, হাদীস ২৬১০৬)

(৬) মক্কায়ে মুকাররমার গরমের ফযীলত: নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَبَرَ عَلٰى حَرِّ مَكَّةَ سَاعَةً مِّنْ نَهَارٍ تَبَاعَدَتْ عنْهُ النَّارُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি দিনের কিছু সময় মক্কার গরমে ধৈর্য ধারন করবে, জাহান্নামের আগুন তার কাছ থেকে দূরীভূত হয়ে যাবে। (আখবারে মক্কা, ২/৩১১, হাদীস ১৫৬৫)

(৭) মক্কায়ে মকাররমায় অসুস্থ ব্যক্তির প্রতিদান: হযরত সাঈদ বিন জুবাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: যে ব্যক্তি একদিন মক্কায় অসুস্থ হয়ে যায়, **আল্লাহ পাক** এ কারণে তাকে ঐ নেক আমলের সাওয়াব দান করেন, যা সে সাত বছর ধরে করে আসছে (কিন্তু অসুস্থতার জন্য করতে পারেনি) আর যদি সে (অসুস্থ) মুসাফির হয় তবে তাকে দ্বিগুণ দান করবেন। (আখবারে মক্কা, ২/৩১২, হাদীস ১৫৬৯)

(৮) মক্কায়ে মুকাররমায় মৃত্যুবরণকারীর হিসাব হবে না: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তির হারামাঈনে অর্থাৎ মক্কায় বা মদীনায় মৃত্যু এসে গেলো তবে **আল্লাহ পাক** তাকে কিয়ামতের দিন নিরাপত্তাপ্রাপ্ত লোকদের সাথে উঠাবেন। (মুসান্নিফ আব্দুর রাযযাক, ৯/১৭৪, হাদীস ১৭৪৭৯)

আমেনা কে মকাঁ পে রোয ও শব বারিশ আল্লাহ কে করম কি হে

(৯) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর শুভাগমনের স্থান:** মক্কায়ে পাকের একটি ফযীলত এটাও অর্জিত যে, আল্লাহ পাকের **সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই শহরেই শুভাগমন করেছেন। (আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনাবলী, ২০০ পৃষ্ঠা)

(১০) এক নামাযের সাওয়াব লক্ষ নামাযের সমান: মসজিদে হারাম শরীফে এক নামাযের সাওয়াব এক লক্ষ নামাযের সমান। (আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনাবলী, ২০১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মক্কায়ে মুকাররমা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এর অসংখ্য নাম কিতাবে এসেছে এর মধ্যে ১০টি হলো: **(১) আল বালাদ (২) আল বাদুল আমিন (৩) আল বালাদাহ (৪) আল ক্বারেয়াহ (৫) আল ক্বাদেসিয়্যাহ (৬) আল বায়তুল আতীক (৭) মাআদা (৮) বাক্কাহ (৯) আর রা'সু (১০) উম্মুল ক্বোরা।** (আল আকদুস সামীন, ১/২০৪)

পরিশেষে দোয়া হলো, **আল্লাহ পাক** আমাদের সকলকে বারবার মক্কা শরীফে আদব সহকারে হাজিরী নসীব করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হাদীসের আলোকে মদীনা মুনাওয়ারার ১০টি ফযীলত

গোলাম নবী আত্তারী
(দরযায়ে সা'বেয়া, জামেয়াতুল মদীনা আ'ফন্দি টাউন, হায়দারাবাদ)

মদীনা মুনাওয়ারা ঐ মুবারক শহর, যা সকল শহরের চেয়ে উত্তম। এই শহর প্রেম ও ভালবাসার মারকায (কেন্দ্র)। এই শহর শান্তির নীড় ও সবচেয়ে বড় ও মহান নেয়ামত ইমামুল আম্বিয়া, **হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এখানেই আরাম করছেন। **যাঁর** আনুগত্য **আল্লাহ পাকের** আনুগত্য এবং **যাঁর** পবিত্র রওযার যিয়ারত **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই যিয়ারত। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেন:** مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي অর্থাৎ যে আমার ওফাতের পর হজ্ব করলো অতঃপর আমার কবর যিয়ারত করলো মূলত সেই যেনো আমার জীবদ্দশায় আমার যিয়ারত করলো। **(শুয়াবুল ঈমান, ৩/৪৮৯, হাদীস ৪১৫৪)**

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মদীনার আশিকরা নিজের দেশ, শহর থেকে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজিরীর জন্য চলে আসছে আর আশিকদের মূল হাজিরীই হলো এই পবিত্র দরবার। হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৫৫বার **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজিরী দিয়েছেন এবং সর্বদা ঘোষণা করেছেন: يَا سَيِّدَ السَّادَاتِ جِئْتُكَ قَاصِداً অর্থাৎ হে সর্দারদের সর্দার, আমি তো শুধু আপনার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে হাজিরী দিয়ে থাকি। **(আল মুস্তাতরাফ, ৩২৬ পৃষ্ঠা)**

মদীনায়ে মুনাওয়ারা ঐ বরকতময় শহর, যা সারা পৃথিবী থেকে উত্তম। সায়্যিদী ও মুর্শিদী আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:

মক্কে সে ইস লিয়ে ভি আফযল হুয়া মদীনা
হিচ্চে মে ইস কে আয়া মিঠে নবী কা রওযা

সায়্যিদী আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

খাম হো গেয়ি পুশতে ফলক ইস তা'নে যামিঁ সে
সুন হাম পে মদীনা হে ওহ রুতবা হে হামারা

মদীনা মুনাওয়ারার ফযীলত ও বরকত কুরআনে পাক ও হাদীসে তায়্যিবা ও সলফে সালেহীনদের বাণীতে অধিকহারে বর্ণিত হয়েছে। যার মধ্য থেকে ১০টি হাদীসে মুবারাকা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি:

(১) মদীনা মুনাওয়ারা পূর্বের নাম ইয়াসরিব (অসুস্থ ও বিপদের বসতী) ছিলো, কিন্তু যখন **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই শহরের দিকে হিজরত করেছেন তখন তা তায়্যিবা (পবিত্র ভূমি) হয়ে গেলো। **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমাকে এই বসতীর দিকে হিজরতের আদেশ দেয়া হয়েছে, যা সকল বসতীর শ্রেষ্ট হবে। লোকেরা একে ইয়াসরীব বলে অথচ তাহলো মদীনা এবং সেই বসতী মানুষকে এমনভাবে পবিত্র ও পরিছন্ন করবে, যেমন চুল্লি লোহার মরিচা আবর্জনা দূর করে দেয়। **(বুখারী, ১/৬১৭, হাদীস ১৮৭১)**

(২) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** মদীনা শরীফের নাম তা'বা (পবিত্র ভূমি) রেখেছেন। **(মুসলিম, ৫৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৩৫৭)**

(৩) রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে মদীনা শরীফকে ইয়াসরিব বললো, তার

উচিৎ সে যেনো **আল্লাহ**র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে (এটা ইয়াসরিব নয় বরং) এটা হলো তায়্যিবা, তায়্যিবা। (মুসনাদে আহমদ, ৬/৪০৯, হাদীস ১৮৫৪৪)

কিউঁ তায়্যিবা কো ইয়াসরিব কাহোঁ মামনুহ কে কাতআন
মাওজুদ হে জব সেকোড়োঁ আসামায়ে মদীনা

(৪) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মদীনা শরীফ মক্কা থেকে উত্তম। (মু'জামু কবীর, ৪/২৮৮, হাদীস ৪৪৫০)

(৫) তাজেদারে মদীনা হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হে **আল্লাহ পাক**! যতটুকু বরকত মক্কায় দান করেছো, মদীনা এর চেয়েও দ্বিগুণ দান করো।

(বুখারী, ১/৬২০, হাদীস ১৮৮৫)

তায়্যিবা না সাহি আফযল মক্কা হি বড়া যাহিদ
হাম ইশক কে বান্দে হে কিউঁ বাত বাড়ায়ি হে

(৬) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মদীনা মুনাওয়ারার ধুলো (মাটি মুবারক) কুষ্ঠ রোগ থেকে আরোগ্য দান করে। (জামেয়ে সগীর, ৩৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫৭৫৩)

খাকে তায়্যিবা মে রাখি হে রব নে শিফা
সারে বিমারিউ কি হে ইস মে দাওয়া
ইস কি বরকত সে হার ইক মারায দূর হে
মেরে মিঠে মদীনা কি কিয়া বা'ত হে

(৭) আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: পৃথিবীর যেই অংশটি আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মধ্যবতী, তা জান্নাতের বাগান সমূহের মধ্যে একটি। (বুখারী, ১/৪০৩, হাদীস ১১৯৬)

ইস তারাফ রাওযা কা নূর উস সামত মিম্বর কি বাহার
বিচ মে জান্নাত কি পেয়ারী পেয়ারী কেয়ারী ওয়াহ ওয়াহ

(৮) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি মদীনাবাসীকে ভয় দেখালো, তার উপর **আল্লাহ পাক** এবং ফিরিশতা ও সকল মানুষের অভিশাপ বর্ষণ হবে। (মু'জামু কবীর, ৭/১৩৪, হাদীস ৬৬৩২)

(৯) রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার কবরের যিয়ারত করলো, তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হবে। (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৪৯০, হাদীস ৪১৫৯)

(১০) রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি মদীনায় মৃত্যুবরণ করার ক্ষমতা রাখে, সে যেনো অবশ্যই মদীনায় মৃত্যুবরণ করে, কেননা যে মদীনায় মৃত্যুবরণ করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার শাফায়াত করবো। (তিরমিযী, ৫/৪৮৩, হাদীস ৩৯৪৩)

ঈমান পে দেয় মউত মদীনে কি গলি মে
মদফন মেরা মাহবুব কে কদমোঁ মে বানাদেয়

আল্লাহ পাক আমাদেরও **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র রওযার বারবার আদব সহকারে হাজিরী নসীব করুক, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদমে শাহাদাতের মৃত্যু, কিয়ামতের দিন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত এবং জান্নাতুল ফেরদৌসে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব নসীব করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ধারাবাহিক পর্ব:
একটি ঘটনা একটি মুজিযা

ভিড় করো না



আরশাদ আসলাম আত্তারী মাদানী

আজ খুবাইব ও সুহাইব'র বাড়িতে কুরবানি ছিলো, দাদাজান তার বন্ধুর বাড়িতে মাংস দিতে গেলো, তখন তারা দু'জনই সাথে চলে গেলো। সুহাইব পথে বললো: দাদাজান আগামী ঈদে আমরা উট জবাই করবো। আমি কখনো উট জবাই করতে দেখিনি।

ফিরে আসার সময় সুহাইব বললো: ঐ দেখুন! দাদাজান, ঐ দেখুন! উট জবাই হচ্ছে, আমরা সেখানে যাবো, তাছাড়া আমার খুব ইচ্ছা করছিলো। দাদাজান বুঝিয়ে বললো: যখন গরু বা উট জবাই করা হয় তখন এর পাশে ভিড় করা উচিত নয়। খুবাইব বললো: ভিড় করলে কি হয়?

দাদাজান বললেন: এই বিষয়টি বাড়ি গিয়ে বুঝাবো। সুহাইব আরো একবার বললো: আচ্ছা দাদাজান! এখনই উট জবাই করা হবে, প্রথমে আমরা তা দেখে নিই, তারপরই বাড়ি যাবো। খুবাইব সুহাইবকে বুঝিয়ে বললো: এখনই না দাদাজান নিষেধ করেছেন যে, ভিড় করা উচিত নয় বাড়ি পৌঁছেই খুবাইব দাদাজানকে বললো: এবার বলুন! ভিড় করলে কি হয়? দাদাজান বুঝিয়ে বললেন: (১) ভিড় করলে পশু ভয় পেয়ে যায় (২) সে পালানোর চেষ্টা করে (৩) ধাক্কা ও লাথি মারে (৪) কখনো জবাই হওয়ার পূর্বে পালিয়েও যায় (৫) তখন পশু অনেক ভয়ঙ্কর হয়ে যায় (৬) যেই সামনে আসে তাকে মেরে চলে যায়। সুহাইব বললো: দাদাজান! ঐদিন টিভিতেও বলছিলো, গরুর ধাক্কা খেয়ে একটি শিশু মারা গেছে।

উম্মে হাবীবা সুহাইবকে বললো: সুহাইব! আপনার বন্ধু ওয়াইস এসেছে, সে বাইরে ডাকছে। সুহাইব বললো: আপু ওয়াইসকে বলুন: ভেতরে আসতে, আমরা দাদাজানের কথা শুনছি। ওয়াইস ভেতরে আসতেই সুহাইবকে বললো: তুমি কি জানো উটটি কসাইকে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছে। সে পালানোর চেষ্টাও করছিলো। সুহাইব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলো: তারপর কি হলো? ওয়াইস বললো: আমি জানি না, আমি তো দ্রুত পালিয়ে এখানে এসে গেছি।

খুবাইব সুহাইবের দিকে তাকিয়ে বললো: ভালো হয়েছে আমরা যাইনি, সুহাইবকে বুঝাতে গিয়ে বললো: এই জন্যই বলে: বড়দের কথা শুনার দ্বারা উপকার হয়। দাদাজান শিশুদের দিকে তাকিয়ে বললেন: আমি আপনাদেরকে আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উটের একটি মুজিযা শুনাই।

দাদাজান বললেন: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কুরবানি করতেন এবং নিজের হাতেই পশু জবাই করতেন। একবার আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে পাঁচটি বা ছয়টি উট জবাই করার জন্য হাজির করা হলো।

দাদাজান বললেন: দেখো! প্রত্যেক প্রাণী ছুরি দেখে পালায়, কেননা সবারই প্রাণ, প্রিয় হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে এরূপ ছিলো না, যখন উটেরা দেখলো যে, আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জবাই করবেন তখন উটও নিজেই জবাই হওয়ার জন্য সামনে চলে আসতো। এভাবে বুঝে নাও! প্রতিটি উট এটাই চাইতো যে, সর্বপ্রথম **আমাদের নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকেই জবাই করুক। **(আবু দাউদ, ২/২১১, হাদীস ১৭৬৫)**

খুবাইব বললো: এটা আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই মুজিযা ছিলো, আজকাল তো একটি পশু জবাই করার জন্য দু'জন বা তিনজন কিংবা আরো বেশি লোক থাকে, পশুর ঘাড়ে ও পায়ে রশি বাঁধা হয় তারপরই গিয়ে জবাই করা হয়। দাদাজান মাথা নেড়ে বললো: হ্যাঁ! খুবাইব আপনি ঠিক বলেছেন। উম্মে হাবীবা বললো: আমি দস্তরখানা বিছিয়ে দিয়েছি, এখন সবাই খেয়ে নিন। অতঃপর সবাই খেতে চলে গেলো।

ধারাবাহিক পর্ব:
আলোকিত নক্ষত্র

শাহাদাতে ওসমান ও সাহাবায়ে কিরামের অভিমত

আদনান আহমদ আত্তারী



১৮ই যিলহজ্ব ৩৫ হিজরীতে আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খুবই নৃশংসভাবে শাহাদাত মুসলমানের জন্য একটি বেদনাদায়ক ঘটনা এবং অনেক বড় দূর্ঘটনার চেয়ে কম ছিলো না, এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম চরম বেদনায় ডুবে গেলেন। নিম্নে এই হৃদয় বিদারক ঘটনায় সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان অভিমত ও অবস্থা লক্ষ্য করুন।

মাওলা আলী শেরে খোদা: (১) হে **আল্লাহ**! আমি না তো হযরত ওসমানের হত্যায় খুশি হয়েছি আর না আমি এর আদেশ দিয়েছি। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৩৯/৩৬৯) (২) এবার শেষ যুগ পর্যন্ত তোমাদের জন্য ধ্বংসই রয়েছে। (আনসাবুল আশরাফ, ৬/২২৪)

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা: (১) তোমরা হযরত ওসমান (এর আমলনামা) কে এভাবে ছাড়লে, যেভাবে ময়লা আবর্জনা থেকে পবিত্র কাপড়, অতঃপর তোমরা তাঁকে হত্যা করে দিলে। (২) তোমরা হযরত ওসমান (এর আমলনামা) কে পাত্রের ধৌত হওয়ার ন্যায় পরিষ্কার পরিছন্ন করে দিলে অতঃপর তাকে হত্যাও করে দিলেন। (তাবকাতে ইবনে সাআদ, ৩/৬০)

হযরত সাআদ বিন আবী ওয়াক্কাস: তিনি এই ঘটনার পর নির্জনতা অবলম্বন করে নিলেন এবং নিজের পরিবারকে আদেশ দিলেন যে, মানুষের কতিপয় অবস্থার সংবাদ যেনো তাঁকে পৌঁছাতে থাকে। (মু'জামু মা ইস্তি'জাম, ১০৯৩ পৃষ্ঠা)

হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ: আমি এই ব্যাপারটির আশঙ্কাও পোষণ করতাম না যে, নিজে তো জীবিত রয়ে যাবো আর হযরত ওসমান গনী শহীদ হয়ে যাবেন। (মুসান্নিফ ইবনে আবী শায়বা, ২১/৩৪৮)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম: (১) অশ্রু প্রবাহিত করে বলেন: আজ! আরববাসী ধ্বংস হয়ে গেছে। (প্রাগুক্ত, ২১/৩০৮) (২) লোকেরা হযরত ওসমানকে শহীদ করে নিজেদের উপর ফিতনার ঐ দরজা খুলে নিলো, যা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত বন্ধ হবে না। (রিয়াযুন নদ্বরা, ২/৮১)

হযরত হুযাইফা: (১) মাদায়িনে তিনি কাউকে জিজ্ঞাসা করলেন: হযরত ওসমানের ব্যাপারটি কি হলো? উত্তর এলো: মনে হচ্ছে যে, দুষ্টরা হযরত ওসমানকে হত্যা করে দিয়েছে। তিনি বললেন: যদি তারা এরূপ করে থাকে তবে হযরত ওসমান জান্নাতে থাকবে আর দুষ্টরা আগুনে। (প্রাগুক্ত, ২/৮০) (২) ওসমানে গনীর শাহাদতের বেদনাদায়ক সংবাদ পাওয়ার পর তিনি দোয়া করলেন: হে **আল্লাহ পাক**! তুমি জানো যে, আমি হযরত ওসমানের হত্যার

ব্যাপারে নির্দোষ, হযরত ওসমানকে হত্যাকারী যদি সঠিক হয় তবুও আমার তাদের সাথে কোন সম্পর্ক নেই, আর যদি ওসমানের হত্যাকারী অপরাধী হয় তবে তুমি আমার নির্দোষতা সম্পর্কে জানো। (প্রাগুক্ত) (৩) **আল্লাহ**র শপথ! হযরত ওসমানের হত্যাকারীদেরে হত্যা করে প্রতিশোধ নেয়াতে এর চেয়ে উত্তম কোন ব্যক্তি পাওয়া যাবে না। (তারিখে মদীনা, ১২৪৯ পৃষ্ঠা) (৪) (ইসলামে) সর্বপ্রথম ফিতনা হলো হযরত ওসমানের হত্যা আর শেষ ফিতনা হলো দাজ্জাল, শপথ ঐ সত্তার, যাঁর কুদরতের হাতে আমার প্রাণ! যার অন্তরে ওসমানের হত্যাকারীদের ভালবাসা এক বিন্দু পরিমাণও রয়েছে আর সে যদি দাজ্জালের যুগ পেয়ে যায় তবে তার অনুসারী হয়ে মরবে আর যদি এরূপ ব্যক্তি দাজ্জালকে না পায় তবে সে নিজের কবরে দাজ্জালের প্রতি ঈমান নিয়ে আসবে (অর্থাৎ কবরে দাজ্জালের অনুসারী হিসেবে গন্য হবে)। (রিয়াযুন নদ্বারা, ২/৮০)

হযরত আবু মূসা আশআরী : যদি ওসমানের হত্যাকান্ড সঠিক হতো তবে আরববাসী দুধ দোহাতো কিন্তু এই হত্যা পথভ্রষ্ট অতএব এখন আরববাসীরা রক্ত দোহাবে। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৩৯/৪৮০)

হযরত আবু হুরাইরা : (১) ওসমানের শাহাদাতের দিন তাঁর চুলের দু'টি গোছা বের হওয়া ছিলো, তিনি দু'টি ধরে বলতে লাগলেন: আমার ঘাড়ও উড়িয়ে দাও, **আল্লাহ**র শপথ! হযরত ওসমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। (তারিখে মদীনা, ১২৪৬ পৃষ্ঠা) (২) যখন ওসমানের শাহাদাতের ব্যাপারটি হযরত আবু হুরাইরার সামনে আলোচনা করা হতো, তিনি কান্না করা শুরু করতেন। (তাবকাতে ইবনে সাআদ, ৩/৫৯)

হযরত ইমাম হাসান: হযরত ওসমানের হত্যাকারীদের প্রতি আল্লাহ পাকের অভিশাপ। (রিয়াযুন নদ্বারা, ২/৮০)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস : (১) তিনি হযরত ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সহকারী হওয়ার ভিত্তিতে এই বছর হজ্বের দায়িত্ব পালন করছিলেন, মক্কায় তাঁর নিকট এই বেদনাদায়ক সংবাদ পৌঁছলে তিনি বললেন: **আল্লাহ**র শপথ! হযরত ওসমান ঐ সকল লোকের অন্তর্ভূক্ত, যারা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা রাখতেন, হায়! আমিও যদি সেই দিন শহীদ হয়ে যেতাম। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৩৯/২১৯) (২) যদি হযরত ওসমানের হত্যায় সবাই অংশ গ্রহণ করতো তবে সবাইকে এমনভাবে পাথর মারা হতো, যেভাবে লূত সম্প্রদায়ের উপর পাথর মারা হয়েছিলো। (রিয়াযুন নদ্বারা, ২/৮১)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর : হত্যাকারীরা হযরত ওসমানের উপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পরেছে, যেমনিভাবে বসতির পেছন থেকে চোরেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে, **আল্লাহ পাক** তাদের সবাইকে ধ্বংস করুক। (যাদাল মাসির, ৮/১২১)

হযরত যায়েদ বিন সাবিত : তিনি হযরত ওসমানকে অবরুদ্ধ করাতে কান্না করতেন। (তাবকাতে ইবনে সাআদ, ৩/৫৯)

হযরত সালমা বিন আকওয়া : তিনি ওসমানের শাহাদাতের পর মদীনা থেকে রবযা নামক স্থানে চলে গেলেন, অতঃপর সেখানেই অবস্থান করেন, নিজের ইন্তিকালের কয়েক রাত পূর্বে মদীনায় এসে গেলেন। (বুখারী, ৪/৪৩৯, হাদীস ৭০৮৭)

হযরত সামামা বিন আদী : তিনি ইয়েমেনে খুতবা প্রদানকালে এই বেদনাদায়ক সংবাদ পান, তখন অনেক কান্না করেন, যখন কান্না থামলো ও অবস্থা স্বভাবিক হলো তখন বলতে লাগলেন: আজ উম্মতে মুহাম্মদীয়া থেকে নবুয়তের উত্তরাধিকারী ছিনিয়ে নেয়া হলো। (মু'জামু কবীর, ২/৯০। তাবকাতে ইবনে সাআদ, ৩/৫৯)

হযরত সামুরা বিন জুনদুব : নিশ্চয়! ইসলাম একটি শক্তিশালী ও নিরাপদ কেল্লায় ছিলো আর এই অধমরা হযরত ওসমানকে শহীদ করে ইসলামে চিড় ও ফাটল লাগিয়ে দিলো, মানুষ এই ফাটল কিয়ামত পর্যন্ত পূর্ণ করতে পারবে না। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৩৯/৪৮৩)

অন্ধ সাহাবী হযরত আবু উসাইদ : আল্লাহর কৃতজ্ঞতা যে, তিনি আমাকে নবুয়তের যুগে দৃষ্টি সম্পন্ন রেখে এই অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি **নবী করীম রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভ করেছিলাম আর এই ফিতনার যুগে আমার দৃষ্টিশক্তি নিয়ে নিলো। (প্রাগুক্ত, ৩৯/৪৮২)

হযরত আবু বকর শাকফী : হযরত ওসমানের হত্যায় অংশ গ্রহণ করা থেকে আমার এটা বেশি পছন্দ যে, আসমান থেকে মাটিতে নিক্ষেপ করে দেয়া হোক। (প্রাগুক্ত, ৩৯/৪৮৩)

হযরত আবু হামিদ সা'দী : হে **আল্লাহ পাক**! তোমার জন্য এবার আমি অমুক অমুক কাজ কখনোই করবো না এবং ততক্ষণ পর্যন্ত মুচকি হাসবো না, যতক্ষণ হযরত ওসমানের সাথে মিলিত হবো না। (তাবকাতে ইবনে সাআদ, ৩/৫৯)

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা বা সাফিয়া : আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ঐ সকল লোকদের প্রতি অসন্তুষ্ট, যারা নিজের দ্বীনে পৃথক পৃথক পথ বের করে এবং অনেক দল হয়ে যায়। (তারিখে মদীনা, ১৩১৪ পৃষ্ঠা)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর : হযরত ওসমান যুন নূরাঈনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে, এতে হযরত ওসমানকে দু'টি প্রতিদান দেয়া হয়েছে। (মু'জামু কবীর, ১/৮৯)

হযরত হাসান বিন সাবিত : শের: তোমরা **আল্লাহ**র অলীকে তাঁর ঘরে হত্যা করে দিলে আর তোমরা অত্যাচারী ও পথভ্রষ্ট সম্পন্ন কর্মকান্ড নিয়ে এলে, যেই জাতি সঠিক পথ অবলম্বনকারী হেদায়ত প্রাপ্ত হযরত ওসমানকে হত্যায় সাহায্য করলো, সেই জাতি কল্যাণ পাবে না। (আল ইস্তিয়াব, ৩/১৬৩)

হযরত কাআব বিন মালিক : শের: তোমরা দেখেছো যে, হযরত ওসমানের পর কল্যাণ মানুষের দিক থেকে কিভাবে পেছন ফিরে চলে গেলো, যেনো দ্রুত গতির উটপাখি পেছন ফিরে পালায়। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৩৯/৫৩৭)

হযরত ওয়ালিদ বিন উকবা: শের: হায়! আমি যদি এই ঘটনার পূর্বেই ধ্বংস হয়ে যেতাম, আমার শরীর অসুস্থ আর অন্তর আতঙ্কের শিকার। (প্রাগুক্ত, ৬৩/২৪৯)

হযরত যায়নব বিনতে আওয়াম : শের: তোমরা হযরত ওসমানকে তাঁরই ঘরে পিপাসার্ত করে দিলে, তোমরা নিজেরা এমনভাবে জলপূর্ণ হলে, যেমন পিপাসার্ত উট ফুটন্ত পানি পান করে নেয়। (ইস্তিয়াব, ৩/১৬২)

বিভিন্ন সাহাবায়ে কিরাম : (১) হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত যুবাইর, হযরত সাআদ এবং মদীনার অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ এই বেদনাদায়ক সংবাদ পেলে তখন তারা হুশ হারিয়ে ফেলে। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৩৯/৪১৯) (২) কয়েকজন পবিত্র বিবিরা এই মহান ঘটনায় বললেন: বিপদ হামলা করেছে আর ইসলাম পরাজিত হয়েছে। (প্রাগুক্ত, ৩৯/৫২৮) (৩) কয়েকজন বদরী সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এই হতাশাজনক ঘটনার পর নিজের ঘরে বসে গিয়েছিলেন, অতঃপর তাদের ওফাতের পরই তাদেরকে বাইরে আনা হয়েছে। (আল বাদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫/৩৫১)

আল্লাহ পাক তাঁদের উপর রহমত বর্ষণ করুক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ধারাবাহিক পর্ব:
জ্ঞানই আলো

জান্নাতের নাম

মুহাম্মদ জাবেদ আত্তারী মাদানী



আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাকে তাদের উত্তম আমলের বিনিময় ও নেয়ামত দেয়ার জন্য আখিরাতে যেই সম্মান জনক স্থান প্রস্তুত করে রেখেছেন, তার নাম হলো জান্নাত এবং একেই বেহেশত বলা হয়। (বেহেশত কি কুঞ্জিয়াঁ, ২৩ পৃষ্ঠা) জান্নাত কাদের জন্য বানানো হয়েছে? তা **আল্লাহ পাক** কুরআনে পাকে এভাবে উল্লেখ করেন: اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِیْنَ۠ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** যা পরহেযগারদের জন্য তৈরী করা হয়েছে। (পারা ৪, আলে ইমরান, ১৩৩)

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত, জান্নাত হলো আটটি (আর এর নাম হলো): দারুল জালাল, দারুল কারার, দারুস সালাম, জান্নাতে আদন, জান্নাতুল মাওয়া, জান্নাতুল খুলদ, জান্নাতুল ফেরদৌস এবং জান্নাতুন নাঈম। (রূহুল বয়ান, ৯/৫০৮) জান্নাতের জন্য কুরআনে পাকে যে সকল নাম ব্যবহার করা হয়েছে, তা হলো:

(১) জান্নাত: জান্নাতের অর্থ হলো "ঘন বাগান, যাতে গাছের কারণে মাটি দেখা যায়না।" যেহেতু জান্নাতে ঘন ঘন গাছ রয়েছে, তাছাড়া তা দুনিয়ায় দৃষ্টি অন্তরালে রয়েছে, আলমে গাইবের অন্তর্ভূক্ত, এই কারণেই একে জান্নাত বলে। (মিরকাতুল মাফাতিহ, ৯/৫৭৬, ৫৬১২ নং হাদীসের পাদটীকা) জান্নাত শব্দটি কুরআনে পাকের অনেক স্থানে এসেছে, কিয়ামতের দিন মুসলমানকে বলা হবে: اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ۝ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** তোমরা ও তোমাদের স্ত্রীগণ জান্নাতে প্রবেশ করো আর তোমাদের সমাদর করা হবে। (পারা ২৫, যুখরুফ, ৭০)

(২) জান্নাতুল খুলদ: (অনন্তকালের বাগান) কুরআনে করীমে জান্নাতের জন্য খুলদ শব্দটিও ব্যবহার হয়েছে, যেমনটি **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: قُلْ اَذٰلِكَ خَیْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِیْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপনি বলুন, 'এটাই কি শ্রেয় না ঐ স্থায়ী জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি খোদাভীরুদেরকে দেয়া হয়েছে। (পারা ১৮, ফুরকান, ১৫) জান্নাত ও জান্নাতে বসবাসকারীরা অনন্তকাল থাকার কারণে একে জান্নাতুল খুলদ বলা হয়। কিয়ামতের দিন জান্নাতীদেরকে ইরশাদ করা হবে: اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ؕ ذٰلِكَ یَوْمُ الْخُلُوْدِ۝ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** তাদেরকে বলা হবে, 'জান্নাতে

প্রবেশ করো শান্তি সহকারে, এটা অনন্ত জীবনের দিন'। (পারা ২৬, ক্বফ, ৩৪)

(৩) জান্নাতুল মাওয়াঃ (বসার বাগান) নেক আমলকারী মুমিনের প্রতিদান সম্পর্কে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেনঃ اَمَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰىؕ نُزُلًۢا بِمَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ۝ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য বসবাস করার বাগান রয়েছে, তাদের কৃতকর্মসমূহের বিনিময়ে আপ্যায়নরূপে। (পারা ২১, সাজদাহ, ১৯) জান্নাতুল মাওয়া সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে অবস্থিত। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى۝عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰىؕ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে। সেটার নিকট রয়েছে 'জান্নাতুল মাওয়া'। (পারা ২৭, নাজম, ১৪- ১৫) এটি হলো সেই জান্নাত, যেখানে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام অবস্থান করেছিলেন এবং এই জান্নাত থেকেই তিনি পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন। (সাভী, আন নাজম, ১৫নং আয়াতের পাদটীকা, ৬/২০৪৮)

(৪) ফেরদৌসঃ যেই মুমিন বিনয় ও নম্রতা সহকারে নামায আদায় করে, অহেতুক বিষয়ে মনোযোগ দেয় না, যাকাত আদায় করে, নিজের লজ্জাস্থান ও আমানতের হেফাযত করে, ওয়াদা পূরণ করে এবং নিজের নামাযের যত্ন নেয়, তাদের আখিরাতে পাওয়া নেয়ামত সম্পর্কে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেনঃ اُولٰٓىٕكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَۙ الَّذِیْنَ یَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَؕ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ۝ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** এসব লোকেই উত্তরাধিকারী; যারা ফেরদৌসের উত্তরাধিকার পাবে; তারা তাতে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। (পারা ১৮, মুমিনুন, ১০,১১)

জান্নাতুল ফেরদৌস সকল জান্নাতের মধ্যে উত্তম ও হাদীসে পাকে জান্নাতুল ফেরদৌসের দোয়া করার উৎসাহও দেয়া হয়েছে, যেমনটি বুখারী শরীফের হাদীসে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেনঃ যখন তোমরা **আল্লাহ পাকের** নিকট প্রার্থনা করবে তখন তাঁর নিকট জান্নাতুল ফেরদৌসের প্রার্থনা করো, কেননা এই জান্নাতের মধ্যখানের অংশ, অনেক উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, এর উপর **আল্লাহ পাকের** আরশ অবস্থিত এবং জান্নাতের নদীসমূহ এখান থেকেই নির্গত হয়। (বুখারী, ৪/৫৪৭, হাদীস ৭৪২৩)

(৫) জান্নাতুল আদনঃ (আবাসযোগ্য বাগান, যেখানে সর্বদা বসবাস থাকবে) **আল্লাহ পাক** একে **তাঁর** সৃষ্টির মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা নির্ধারণ করেছেন। (তাফসীরে তাবারী, সূরা তাওবা, ৭২নং আয়াতের পাদটীকা, ৬/৪১৬) এই শব্দটি কুরআনে পাকে কয়েকবারই এসেছে। **আল্লাহ পাক** মুমিনদের নিকট জান্নাতুল আদনের ওয়াদা করেছেনঃ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِیْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا وَ مَسٰكِنَ طَیِّبَةً فِیْ جَنّٰتِ عَدْنٍؕ وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ۝ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** **আল্লাহ** মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীদেরকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেগুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবহমান, যে গুলোর মধ্যে তারা স্থায়ী হবে; এবং বসবাস করার বাগানসমূহের মধ্যে পবিত্র স্থানগুলোর; আর **আল্লাহর** সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড়। এটাই হচ্ছে মহা সাফল্য লাভ। (পারা ১০, তাওবা, ৭২)

জান্নাতুল আদন কি? এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে, তাফসীরে তাবারীতে রয়েছে: হযরত দাহহাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: জান্নাতুল আদন হলো জান্নাতের শহর, যাতে রাসূল, আম্বিয়া, শুহাদা এবং আয়িম্মায়ে মুসলিমিনরা থাকবেন, অবশিষ্ট লোক আর অন্যান্য জান্নাত এর আশেপাশে অবস্থিত।

(তাফসীরে তাবারী, তাওবা, ৭২নং আয়াতের পাদটীকা, ৬/৪১৮)

জান্নাতুল আদনের ব্যাপারে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** জান্নাতে আদনকে নিজের কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছেন, এর একটি ইট সাদা মুক্তার, একটি লাল ইয়াকুতের এবং আর একটি সবুজ পান্নার, কস্তুরীর মাটি, এর ঘাস জাফরানের, মুক্তার কঙ্কর এবং আম্বরের মাটি। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৪/২৮৩, হাদীস ৩৩)

(৬) দারুস সালাম: (শান্তির ঘর) জান্নাতকে দারুস সালাম এই কারণেই বলা হয় যে, যারাই এতে প্রবেশ করবে তারা বিপদাপদ থেকে শান্তিতে থাকবে। (তাফসীরে বাগভী, সূরা আনআম, ১২৭নং আয়াতের পাদটীকা, ২/১০৮) দুনিয়ার নশ্বরতার বর্ণনা করার পর **আল্লাহ পাক** মানুষকে শান্তির ঘর অর্থাৎ জান্নাতের এভাবে দাওয়াত দেন: وَاللّٰهُ يَدْعُوْۤا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ؕ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর **আল্লাহ** শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন। (পারা ১১, ইউনুস, ২৫) তাফসীরে খাযাইনুল ইরফানে রয়েছে: হযরত কাতাদাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন, দারুস সালাম হলো জান্নাত, এটা **আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহ যে, তাঁর বান্দাদেরকে জান্নাতের দাওয়াত দিলেন। (খাযাইনুল ইরফান, ৩৯৭ পৃষ্ঠা)

এটি হলো ঐ জান্নাত, যা **আল্লাহ পাক তাঁর** আউলিয়াদের জন্য প্রস্তুত করেছেন, তাঁরা এতে দুঃখ ও চিন্তা থেকে শান্তিতে থাকবে এবং তারা জান্নাতে বিদ্যমান নেয়ামত ও কারামত শেষ হয়ে যাওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে। (তাফসীরে তাবারী, ৬/৫৪৮)

(৭) দারুল মুকামাহ: (আরামের জায়গা) জান্নাতীরা জান্নাতে যাওয়ার পর এভাবে **আল্লাহ পাকের** হামদ বর্ণনা করবেন: الَّذِیْۤ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ لَا یَمَسُّنَا فِیْهَا نَصَبٌ وَّ لَا یَمَسُّنَا فِیْهَا لُغُوْبٌ ﴿۳۵﴾ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** তিনিই যিনি আমাদেরকে আরামের স্থানে অবতরণ করিয়েছেন, আপন অনুগ্রহে; যেখানে না কোন কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে, না সেখানে আমাদেরকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে'। (পারা ২২, ফাতির, ৩৫)

(৮) দারুল হায়ওয়ান: জান্নাতের জীবনই আসল, সত্য ও স্থায়ী জীবন, **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: وَ اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوَانُ ۚ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর নিশ্চয় আখিরাতের ঘর, অবশ্য সেটাই সত্য জীবন। (পারা ২১, আনকাবুত, ৬৪) আল্লামা মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আবী যামনিন মালেকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আখিরাতের ঘর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জান্নাত। (তাফসীরে আল কুরআনুল আযীয, ৩/২৫৩)

(৯) মাকামুল আমীন: (নিরাপত্তার জায়গা) অর্থাৎ মৃত্যু, জান্নাত থেকে বের হওয়া ও সকল প্রকার বিপদাপদ এবং দুঃখ থেকে নিরাপত্তা ও শান্তির স্থান। কুরআনে পাকে ইরশাদ হচ্ছে: اِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِیْ مَقَامٍ اَمِیْنٍ ﴿۵۱﴾ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিশ্চয় **খোদাভীরু**গণ নিরাপদ স্থানেই রয়েছে। (পারা ২৫, দুখান, ৫১)

(১০) মাকউদু সিদকীন: (সত্যের মজলিশ) সত্য হলো ঐ আমল, যা মুসলমানকে জান্নাতে প্রবেশ করায়। সত্যবাদী পরহেযগারদের ব্যাপারে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: فِیۡ مَقۡعَدِ صِدۡقٍ عِنۡدَ مَلِیۡكٍ مُّقۡتَدِرٍ۝ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** সত্যের মজলিশে মহা ক্ষমতাবান বাদশাহ (**আল্লাহ**) এর সম্মুখে। (পারা ২৭, ক্বমর, ৫৫) ইমাম কুরতুবি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: সিদিক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সত্য ও সত্যের মজলিশ, যাতে কোন মিথ্যা কথা ও গুনাহ হয়না (বলেন): এটাই জান্নাত।

(তাফসীরে কুরতুবী, ২৭তম পারা, আল ক্বমর, ৫৫নং আয়াতের পাদটীকা, ৯/১১১)

(১১) দারুল কারার: (সর্বদা থাকার ঘর) একজন মুমিন ব্যক্তি তাঁর সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন: یٰقَوۡمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الۡحَیٰوةُ الدُّنۡیَا مَتَاعٌ ۫ وَ اِنَّ الۡاٰخِرَةَ هِیَ دَارُ الۡقَرَارِ۝ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** হে আমার সম্প্রদায়! এ দুনিয়ার জীবন তো কিছুদিন ভোগ করা মাত্র। আর নিশ্চয় ঐ পরবর্তী (জগৎ) হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস'। (পারা ২৪, মুমিন, ৩৯)

(১২) দারুল মুত্তাকীন: (পরহেযগারদের ঘর) وَ لَدَارُ الۡاٰخِرَةِ خَیۡرٌ ؕ وَ لَنِعۡمَ دَارُ الۡمُتَّقِیۡنَ۝ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর নিশ্চয় পরকালীন আবাস সর্বাধিক উত্তম আর নিশ্চয় কতই উৎকৃষ্ট আবাস পরহেযগারদের! (পারা ১৪, নাহল, ৩০)

(১৩) আল হুসনা: (কল্যাণ) কুরআনে করীমে **আল্লাহ পাক** সকল সাহাবায়ে কিরামকে عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان জান্নাতী হওয়ার ওয়াদা এই বাক্য দ্বারা করেন: وَ كُلًّا وَّعَدَ اللهُ الۡحُسۡنٰی ؕ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর **আল্লাহ** সকলের সাথে কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। (পারা ৫, নিসা, ৯৫) তাফসীরে তাবারীর লেখক বলেন: আল হুসনা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জান্নাত। (তাফসীরে তাবারী, আন নিসা, ৯৫নং আয়াতের পাদটীকা, ৪/২৩২)

(১৪) আল গুরফাতি: (অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদা) **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: اُولٰٓئِكَ یُجۡزَوۡنَ الۡغُرۡفَةَ بِمَا صَبَرُوۡا وَ یُلَقَّوۡنَ فِیۡهَا تَحِیَّةً وَّ سَلٰمًا۝ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** তারা জান্নাতের সর্বাপেক্ষা উচ্চ প্রাসাদ পুরস্কারস্বরূপ লাভ করবে তাদের ধৈর্যের প্রতিদান স্বরূপ আর সেখানে অভিবাদন ও সালাম সহকারে তাদের অভ্যর্থনা করা হবে। (পারা ১৯, ফুরকান, ৭৫)

(১৫) জান্নাতুন নাঈম: (প্রশান্তির বাগান) ঈমানদার ও উত্তম আমলকারীদের প্রতিদান **আল্লাহ পাক** এভাবে বর্ণনা করেন: اِنَّ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمۡ جَنّٰتُ النَّعِیۡمِ۝ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে শান্তির বাগান। (পারা ২১, লুকমান, ৮)

আল্লাহ পাক আমাদেরও কুরআনে করীমে বর্ণিত জান্নাতের নামের সদকায় জান্নাতুল ফেরদৌসে নিজের **আখেরী নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব নসীব করুক। اٰمین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم



নিজের বুযুর্গদের স্মরণ রাখুন

রুকনে শূরা
আবু মাজেদ মুহাম্মদ শাহিদ আত্তারী মাদানী

যিলহজ্ব মাস হলো ইসলামী বছরের ১২তম মাস। এতে যে সকল সাহাবায়ে কিরাম, আউলিয়ায়ে এজাম ও ওলামায়ে ইসলামের ওফাত বা ওরশ, তাঁদের মধ্য থেকে ৭০ জনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা **"মাসিক ফয়যানে মদীনা"** যিলহজ্ব ১৪৩৮ হিঃ থেকে ১৪৪২ হিঃ এর সংখ্যা সমূহে করা হয়েছে। এখন আরো ১৩ জনের পরিচিতি প্রদান করা হলো:

সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان:

(১) হযরত আব্দুল্লাহ বিন যামআ কুরাশী আসাদী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا এর ভাগিনা, **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দারোয়ান এবং সম্মানিত কুরাইশীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন, হিজরতের সময় তাঁর বয়স পাঁচ বছর ছিলো, তিনি মদীনা শরীফে বসবাসকারী ও অনেক হাদীসের বর্ণনাকারী ছিলেন, তাঁর শাহাদাত ইয়ামুদ দারে (১৮ যিলহজ্ব ৩৫ হিঃ) মদীনা মুনাওয়ারায় হয়েছে। (আল আসাবাতি ফি তামিযিস সাহাবাতি, ৪/৮৩। আল ইস্তিয়াব ফি মা'রিফাতিল আসহাব, ৩/৪৩)

(২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর কুরাইশী সাহমী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ আলিম, মুহাদ্দীস, আবীদ, দিনে রোযা পালনকারী রাতে ইবাদতকারী এবং অধিকহারে তিলাওয়াতকারী ছিলেন, তাঁর চেহারা লম্বা ও লালচে বর্ণের ছিলো, হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: রাসূলের সাহাবীদের মধ্যে কারো হাদীস আমার চেয়ে বেশি ছিলো না শুধু আব্দুল্লাহ ইবনে আমেরের হাদীস ব্যতীত, কেননা তিনি লিখে নিতেন আর আমি লিখতাম না। তাঁর ওফাত ২৭ বা ২৮ যিলহজ্ব ৬৩ হিঃ মদীনা শরীফে ওয়াকিয়ায়ে হার্‌রায় হয়। (বুখারী, ১/৫৮, হাদীস ১১৩। আল ইস্তিয়াব ফি মা'রিফাতিল আসহাব, ৩/৮৬। আল আসাবাতি ফি তামিযিস সাহাবাতি, ৪/১৬৫)

আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام:

(৩) হযরত সৈয়দ আবু মুহাম্মদ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ মহদ হাসনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আহলে বাইতের ঝর্ণা ও প্রদীপ ছিলেন, তাঁর ও হযরত সৈয়দ ইদ্রিস হাসনী আওয়াল (সালতানাতে ইদ্রিসীয়া মারাকিশ) এর পিতা হযরত আতকা মাখযুমিয়া ছিলেন, তাঁর ওফাত ৫৩ বছর বয়সে ৮ যিলহজ্ব মক্কায়ে মুকাররমায় হয়েছিলো, তাঁর দু'জন ছেলে সৈয়দ আব্দুল্লাহ ও সৈয়দ মুহাম্মদ ছিলো।

দ্বিতীয়জন তাঁর চাচা হযরত সৈয়দ ইদ্রিসের সাথে আফ্রিকা মহাদেশে হিজরত করেন এবং তালমিসিনে ওফাত লাভ করেন। (ইত্তিহাফুল আকাবির, ১৫৫ পৃষ্ঠা)

(৪) কুতবে যমাঁ, হযরত সৈয়দ সাফিউদ্দীন আহমদ কাশাশি কুদসী মাদানী হুসাইনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম ৯৯১ হিঃ মদীনা মুনাওয়ারায় হয়, তিনি হাফিযে কুরআন, শাফেয়ী আলিমে দ্বীন, আরব ও আযমের প্রায় একশত ওলামা ও মাশায়িখের সাহচর্য লাভকারী, নকশবন্দীয়া সিলসিলার শায়খে তরীকত, সত্তরটিরও অধিক কিতাবের লেখক, একক অস্তিত্ব তথ্যের প্রবক্তা ও দাওয়াত প্রদানকারী ছিলেন, তিনি ১৯ যিলহজ্ব ১০৭১ হিঃ মদীনা শরীফে ওফাত লাভ করেন ও জান্নাতুল বাক্বীতে সমাহিত হন, রচনাবলী মধ্যে আদদুররাতুশ শামিনিয়্যা ফিমা লিযা য়িরিন নবী ইলাল মাদীনাতি তাঁর পরিচিত বহন করে। (আল উমুমু লা ইকাফিয়ুল হামাম, ১২৫-১২৭ পৃষ্ঠা। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দীস দেহলভী কে আরব মাশায়িখ, ৮-১০,৪২ পৃষ্ঠা)

(৫) হযরত শাহ সৈয়দ আব্দুল মাহমুদ কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম গাউছে আযমের বংশের রাযকী শাখায় ১০০১ হিঃ বাগদাদে মুয়াল্লায় হয় এবং ৯ যিলহজ্ব ১০৭৫ হিঃ ওফাত লাভ করেন, বিজাপুরে (কর্ণাটক, ভারত) সমাহিত হন। তিনি ভ্রমন করতে করতে বিজাপুর ভারতে আসেন, এখানে তিনি সাধারণ মানুষের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেন এবং এখানেই স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন, তিনি ফয়েয প্রাপ্ত অলীউল্লাহ ছিলেন। (তাযকিরাতুল আনসাব, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

(৬) নাসিরুল মিল্লাতে ওয়াদদ্বীন হযরত শাহ মুহাম্মদ ফখির ইলাহাবাদী কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম ১১২০ হিঃ এবং ওফাত ১১ যিলহজ্ব ১১৬৪ হিঃ হয়। তিনি শাহ খোয়াবুল্লাহ ইলাহাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সন্তান, মাদারজাদ অলী, আলিমে বাআমল, দরসে নেজামীর শিক্ষক এবং খানকার জা'নশিন ছিলেন, সুলতান আলমগীরের নিকটে এবং আওরঙ্গবাদ দাক্কান ভারতে মাযার অবস্থিত। (মিল্লাতে রাজশাহী, ৯৩-৯৪ পৃষ্ঠা)

(৭) হযরত শাহ গাউছ হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ মূসা (মওসন) শাহ গিলানী আউয়াল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম গোটকীর গিলানী সৈয়দ বংশে হয় এবং ৮ যিলহজ্ব ১১৭৪ হিঃ ওফাত লাভ করেন। তিনি শিক্ষা সম্পন্নকারী আলিমে দ্বীন, মুরীদ ও খলিফা শায়খ সুলতান নূর মুহাম্মদ কাদেরী বিন হযরত সুলতান বাহু, গোটকী জামে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা, অনেক উদার, বিশেষ ও সাধারণের আশ্রয়স্থল এবং তরিকতের শায়খ ছিলেন। (ইনসাইক্লোপিডিয়া আউলিয়ায়ে কিরাম, ১/৩১১)

(৮) নাজিবুত তারফাইন হযরত খাজা পীর সৈয়দ মুবারক আলী শাহ মাশহাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম ১২৭৬ হিঃ জাহাঁবাদে হয় এবং ৫ যিলহজ্ব ১৩৫৬ হিঃ রাওয়াল পিন্ডিতে ওফাত লাভ করেন, দরবারে নওগিযা পীর (কাশ্মির রোড, রাওয়ালপিন্ডি) এর সীমানায় সমাহিত হন। তিনি আলিমে দ্বীন, শরীয়তের অনুসারী, পীর সিয়াল খাজা শামসুল আরেফিনের মুরীদ ও খলীফা এবং সৃষ্টির আধার ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। (ফউযুল মাকাল ফি খোলাফায়ে পীর সিয়াল, ৭/৩৪৩)

ওলামায়ে ইসলাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام:

(৯) শায়খুল ইসলাম হযরত ইমাম যায়নুদ্দীন আবু ইয়াহইয়া যাকারিয়া বিন মুহাম্মদ আনসারী আল আযহারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম ৮২৬ হিঃ সুনিকা (শরফিয়া জেলা) মিশরে হয়, তিনি জামেয়া আযহারের বড় আলিম, শাফেয়ী ফকীহ, যুগের মুহাদ্দীস, হাফিযুল হাদীস, সূফীয়ে বা সাফা, কাযিউল কাযা, অনন্য ক্বারী, অসংখ্য কিতাবের লেখক, ইতিহাসবিদ ও শিক্ষক, মুফতীয়ে ইসলাম এবং নবম শতাব্দীর মুজাদ্দীদ ছিলেন, তিনি ৪ যিলহজ্ব ৯২৫ হিঃ কায়রো মিশরে ওফাত লাভ করেন। কায়রোতে ইমাম শাফেয়ীর মাযারের পাশে কারাফায়ে সুগরায় সমাহিত হন। তুহফাতুল বারী আলা সহীহুল বুখারী, আল গুরুরুল বাহিয়াতি এবং আসনিল মাতালিব তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব।

(শাযরাতুয যাহাব, ৮/১৭৪-১৭৬। আন নুরুস সাফির, ১৭২-১৭৭ পৃষ্ঠা। আল আ'লামু লিল যারকালী, ৩/৪৬)

(১০) হযরত মাওলানা আহমদ আব্দুল হক ফিরিঙ্গী মাহাল্লী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম ১১০৩ হিঃ এবং ওফাত ৯ যিলহজ্ব ১১৬৭ হিঃ লাখনোতে হয়, তিনি দরসে নেজামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা নেজামুদ্দীন সাহালুভীর ভাতিজা ও শাগরেদ, আলিম, সিলসিলায়ে কাদেরীয়ায় (আস্তানায়ে রাযযাকিয়া বানসা শরীফ) বাইয়াত, সূফীয়ে কামিল, কিতাব রচয়িতা ছিলেন। শরহে সুল্লামুল উলুম হলো তাঁর স্মরণীয় কিতাব।

(তাযকিরায়ে ওলামায়ে হিন্দ, ৯৩ পৃষ্ঠা। মুমতাযে ওলামায়ে ফিরিঙ্গী মাহাল্লে লাখনো, ৮৬ পৃষ্ঠা)

(১১) মিঞাজি হযরত মাওলানা মাহবুবে আলিম বাজনূরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম ১২৯৮ হিঃ নাজিব আবাদ (জেলা বাজনূরম ইউপি, ভারত) এর শিক্ষিত পরিবারে হয় এবং এখানেই ১ম যিলহজ্ব ১৩০৭ হিঃ ওফাত গ্রহণ করেন। তিনি আবিদ ও যাহিদ, মুরীদ ও খলিফায়ে মিল্লাত, শায়খে তরীকত এবং ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। **(তাযকিরায়ে খোলাফায়ে আমীরে মিল্লাত, ১৬৮ পৃষ্ঠা)**

(১২) অসংখ্য কিতাবের লেখক হযরত মাওলানা মুফতী গোলাম সরওয়ার লাহোরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম লাহোরের মুফতী ও সোহরাওয়ার্দী বংশে হয় এবং হজ্বের সফরে ২৭ যিলহজ্ব ১৩০৭ হিঃ মদীনা মুনাওয়ারায় ওফাত গ্রহণ করেন, বীরে হাসানী বদরের নিকটে (মদীনা মুনাওয়ারা) সমাহিত হন, তিনি আলিমে বাআমল, সূফীয়ে বাসাফা, ইতিহাসবিদ ও অনুবাদক, আদীব ও শায়ের ছিলেন, সারা জীবন লেখনিতে ব্যস্ত ছিলেন, ডজন খানেক কিতাব লিখেন, যার মধ্যে খাযিনাতুল আসফিয়া এবং জামেয়েল লুগাত প্রসিদ্ধি লাভ করে।

(তাযকিরায়ে ওয়ালামায়ে আহলে সুন্নাত ও জামাআত লাহোর, ১৯২-১৯৯ পৃষ্ঠা)

(১৩) হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুর রহীম গোলডভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম মৌজা ঠাট্টে গুজরাঁ (ফতেহ জঙ্গ তেহসীল, জেলা আটক) এর শিক্ষিত পরিবারে হয়েছিলো, পিতা ও চাচা উভয়েই অভিজ্ঞ ওলামা এবং ছাত্রদের আশ্রয়স্থল ছিলেন, তাঁদের নিকটই ইলম অর্জন করেন, কিবলায়ে আলিম পীর মেহের আলী শাহ এর নিকট বাইয়াতের সৌভাগ্য লাভ করেন, সারা জীবন কিতাব পাঠদানে ব্যস্ত ছিলেন। ১৭ যিলহজ্ব ১৩৫৮ হিঃ ওফাত গ্রহণ করেন। **(তাযকিরায়ে ওলামায়ে আহলে সুন্নাত জিলা আটক, ১৪৮ পৃষ্ঠা)**



দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত

জুলাই ২০২২ ইং

মুফতী মুহাম্মদ কাসিম আত্তারী

(০১) ইহরাম অবস্থায় টিস্যু পেপার ব্যবহার করা কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতীয়ানে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন, ইহরাম অবস্থায় এমন টিস্যু পেপার ব্যবহার করা, যা সুগন্ধ দ্বারা ভেজা হয়ে থাকে, একে ইংরেজীতে "Wet Tissue" অর্থাৎ ভেজা টিস্যুও বলা হয়। যদি ইহরাম পরিহিত ব্যক্তি তা দ্বারা সম্পূর্ণ হাত পরিষ্কার করে তবে হুকুম কি?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধ দ্বারা ভেজা টিস্যু পেপার (Wet Tissue) এর মাধ্যমে হাত পরিষ্কার করাতে ইহরাম কারীর উপর দম ওয়াজিব হবে।

এই মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ হলো, সুগন্ধযুক্ত টিস্যু পেপারে যদি সুগন্ধ পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ সেই পেপার সুগন্ধ দ্বারা ভেজা হয়ে থাকে, তবে সেই ভেজা ভাব শরীরে লাগা অবস্থায় যেই হুকুম সুগন্ধের হবে, তা এরও হবে, অর্থাৎ যদি সুগন্ধ কম হয় এবং সম্পূর্ণ অঙ্গে লাগেনি, তবে ইহরামকারীর উপর সদকা ওয়াজিব, আর যদি সুগন্ধ বেশি হয় বা সম্পূর্ণ অঙ্গে লেগে যায়, তবে দম ওয়াজিব হবে। এবার প্রশ্ন অনুযায়ী ইহরামকারী সেই সুগন্ধ দ্বারা ভেজা টিস্যু দ্বারা সম্পূর্ণ হাত পরিষ্কার করে নিয়েছে তবে দম ওয়াজিব হবে, কেননা হাত একটি সম্পূর্ণ অঙ্গ আর সম্পূর্ণ অঙ্গে সুগন্ধ লাগা অবস্থায় দম ওয়াজিব হয়ে থাকে, আর যদি সম্পূর্ণ হাতে না লাগে কিন্তু সেই টিস্যুতে থাকা সুগন্ধ এত বেশি যে, তাতে "অধিক" অর্থাৎ অনেক বেশি সুগন্ধ থাকার উপর সম্মত হয় তবেও দম ওয়াজিব হবে।

উপরের মাসআলায় "দম" ওয়াজিব হওয়ার আলোচনা হলো। দম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি ছাগল, এতে নর, মাদা, দুম্বা, ভেড়া তাছাড়া গরু বা উটের সাত ভাগের এক ভাগ অন্তর্ভূক্ত, তাছাড়া এই পশু হেরেমে জবাই হওয়া শর্ত এবং এই দম হিসেবে দেয়া পশুর মাংস না

আপনি খেতে পারবেন আর না কোন ধনীকে খাওয়াতে পারবেন, তা শুধুমাত্র অভাবীদের হক।

وَاللّٰہُ اَعْلَمُ وَرَسُوْلُہٗ اَعْلَم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

(০২) বদলী হজ্ব কে করতে পারবে?

প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতীয়োনে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন, আমার পিতার নিকট এত টাকা প্রায় চার পাঁচ বছর ধরে রয়েছে যে, যাদ্বারা তিনি হজ্ব করতে পারেন এবং তার উপর হজ্ব ফরয ছিলো, কিন্তু এখনো তিনি হজ্ব করেননি এবং তার বয়স প্রায় ৭০ বছর আর ডায়াবেটিক, ব্লাড প্রেসার এবং পায়ের ব্যথার কারণে বেশি হাঁটতে পারেন না, তবে কিছুক্ষণ হাঁটতে পারেন এবং নিজেই বাহন ইত্যাদিতেও বসতে পারেন, তবে কি তিনি নিজের পক্ষ থেকে বদল হজ্ব করাতে পারবেন নাকি তার উপর নিজেরই হজ্ব করা জরুরী?

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَۃَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

জেনেশুনে কোন শরয়ী অপারগতা ব্যতীত ফরয হজ্ব একবছর পর্যন্ত দেরী করা গুনাহে সগীরা ও কয়েক বছর দেরী করা গুনাহে কবীরা, অতএব এই দেরীর জন্য তাওবা করতে হবে। যখন হজ্ব আদায় করার ক্ষমতা রয়েছে আর অন্যান্য শর্তাবলীও বিদ্যমান রয়েছে তবে দ্রুত অর্থাৎ সেই বছরই হজ্ব আদায় করা ফরয, **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ফরয হজ্ব করার ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি করো, কেননা তোমাদের মধ্যে কেউ জানে না যে, পরবর্তীতে সে কি অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে যায়।

আর প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় তো আপনার পিতা বদলি হজ্ব করাতে পারবে না, বরং তার উপর ফরয যে, নিজেই হজ্ব আদায় করা, কেননা ফুকাহায়ে কিরাম বদলি হজ্ব করানোর অনুমতি ঐ ব্যক্তিকে দিয়েছেন, যে অপারগ হওয়া এবং সেই অক্ষমতা মৃত্যু পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকা, অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত সেই ব্যক্তির হজ্ব করারই ক্ষমতা না থাকা, এর একটি অবস্থা হলো যে, বার্ধক্য বা অসুস্থতার কারণে অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, নিজে হজ্ব করার একেবারেই সামর্থ্য রাখে না, আর আপনার পিতার জন্য হজ্ব করতে কষ্ট তো অবশ্যই হবে, কিন্তু তিনি অপারগ নন, কেননা বর্তমান যুগে হজ্জের সফর অনেকাংশে সহজ হয়ে গেছে, হারামাঈন শরীফাঈনে তাওয়াফ, সাঈ এবং অন্যান্য হজ্জের আনুষাঙ্গিকতা আদায়ের জন্য হুইল চেয়ার (Wheel chairs) এবং অন্যান্য সুবিধা রয়েছে, অনুরূপভাবে মক্কায়ে মুকাররমা থেকে মদীনা মুনাওয়ারা যাওয়ার জন্যও অত্যাধুনিক ভ্রমনের সুবিধা রয়েছে, অতএব এতো সুযোগ ও সুবিধা থাকা অবস্থায় আপনার পিতা হজ্ব আদায় করাতে অপারগ নন, তার উপর ফরয যে, নিজের হজ্ব নিজেই আদায় করা।

وَاللّٰہُ اَعْلَمُ وَرَسُوْلُہٗ اَعْلَم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

(০৩) সর্দির কারণে চোখ থেকে পানি বের হওয়াতে অযু কি ভঙ্গ হবে, নাকি হবে না?

প্রশ্নঃ ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতীয়ানে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন, অনেক সময় প্রবল সর্দির কারণে চোখ থেকে পানি বের হওয়া শুরু হয়ে যায়, এতেও কি অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

সর্দির কারণে চোখ থেকে যেই পানি বের হয়, তাতে অযু ভঙ্গ হবে না, একই হুকুম চোখে প্রবল বাতাস লাগার ফলে বের হওয়া পানিরও, অর্থাৎ এতেও অযু ভঙ্গ হবে না, কেননা চোখ থেকে বের হওয়া ঐ পানি দ্বারা অযু ভঙ্গ হয়, যা চোখ থেকে ব্যথা বা অসুস্থতার কারণে বের হয় আর এর দ্বারা অযু ভঙ্গ হওয়ার কারণ হলো যে, এতে রক্ত ও পূঁজ ইত্যাদি নাপাকি মিশ্রিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাই সতর্কতা বশতঃ এতে অযু ভঙ্গ হওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে আর সর্দি, প্রবল বাতাস লাগার কারণে বা কান্না করার কারণে বের হওয়া পানির ব্যাপারটি এরূপ নয়, অতএব এতে অযুও ভঙ্গ হবে না।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(০৪) নামাযের পর ইমাম ও মুক্তাদীদের পরস্পর মুসাফাহা করা

প্রশ্নঃ ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতীয়ানে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন, নামাযের পর ইমাম ও মুক্তাদিদের পরস্পর মুসাফাহা করা কেমন?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

মুসাফাহা করা মূলত সুন্নাত আর বিশেষকরে নামাযের পর মুসাফাহা করা জায়িয ও মুবাহ বরং একটি ভালো আমল, কেননা মুসাফাহা করাতে ক্ষোভ ও বিদ্বেষ দূর হয় এবং ভালবাসা বৃদ্ধি পায়, আর নামাযের পর মুসাফাহা ওলামাগণ, সালেহীনগণ এবং সাধারণ মুসলমানরা ভালো কাজ মনে করেই করে থাকে আর হাদীসে মুবারাকায় রয়েছে, ঐ কাজ যা সাধারণ মুসলমান ভালো কাজ মনে করেই করে থাকে, তা **আল্লাহ পাকে**র কাছেও ভালো।

আর ফিকাহের কিতাবে যা নামাযের পর মুসাফাহা করাকে বিদআত ঘোষণা করা হয়েছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য বিদআতে সাইয়্যা নয়, বরং বিদআতে হাসানা (অর্থাৎ ঐ নতুন কাজ যা কুরআন ও সুন্নাতের পরিপন্থি নয়) অর্থাৎ উত্তম বিদআত, যা কিনা শরিয়ীভাবে নিন্দনীয় নয়, বরং যদি এই কাজ সাধারণ মুসলমান ভালো কাজ মনে করেই করে তবে তা **আল্লাহ পাকে**র নিকটও ভালো বলে সাব্যস্ত হয়।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم



একটি প্রসিদ্ধ কোম্পানির ব্যবসায়িক চুক্তির শরয়ী হুকুম

মুফতী আবু মুহাম্মদ আলী আসগর আত্তারী মাদানী

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, একটি ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানি ক্যাশের বিনিময়ে কাজ করে, বাকীতে কাজ করে না আর একটি প্রসিদ্ধ সুপার স্টোরের বাকীতে পণ্যের প্রয়োজন, এই সমস্যাটি সমাধান করার জন্য তারা উভয়ে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি গ্রহণ করলো:

এক ব্যক্তি ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানি থেকে পণ্য কিনে মূল্য আদায় করে জব্দ করে নিলো (ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানির পক্ষ থেকে ডিস্ট্রিবিউটারকে কোন শর্ত দেয়া হয়নি) অতঃপর ডিস্ট্রিবিউটর ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানিকেই নিজের উকিল বানিয়ে দিলো যে, ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানি যাকে ইচ্ছা এই পণ্য বিক্রি করতে পারবে। অতঃপর ম্যানুফ্যাকচার উকিল হিসেবে নিজের মক্কেলকে (ডিস্ট্রিবিউটর) পণ্যগুলো যেমন; তিন মাসের বাকীতে সুপার স্টোরকে বিক্রি করে দেয়, তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পর সুপার স্টোর থেকে উকিলকে পেমেন্ট দেয়া হয়, যা সংগ্রহ করার পর উকিল (ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানি) নিজের মক্কেলকে (ডিস্ট্রিবিউটার) দিয়ে দেয়। আপনার নিকট প্রশ্ন হলো যে, (১) উল্লেখিত পদ্ধতি কি শরয়ীভাবে জায়িয? (২) তাছাড়া এতে আল্লাহ না করুন সুপার স্টোরের ক্ষতি হয়ে গেলো বা দেউলিয়া হয়ে গেলো এবং সুপার স্টোর উকিলকে বাকী টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলো, টাকা না দিলে তবে এই ক্ষতি কে বহন করবে? উকিল (ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানি) নাকি মক্কেল (ডিস্ট্রিবিউটার)?

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: (১) প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থা জায়িয, এতে কোন সমস্যা নাই। মাসআলার বিস্তারিত

বিবরণ হলো যে, এখানে তিনটি আলাদা ব্যাপারে রয়েছে:

১. ডিস্ট্রিবিউটর ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানি থেকে পণ্য কিনলো, তার মূল্য পরিশোধ করে পণ্য জব্দও করে নিয়েছে, এই চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেছে এবং কোন নাজায়িয কাজ না হওয়ারও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, পণ্য কেনা ও বিক্রি করা শরয়ীভাবে জায়িয।

২. পণ্য কেনা ও জব্দ করে নেয়ার পর ডিস্ট্রিবিউটার ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানিকে পণ্য বিক্রির জন্য উকিল বানিয়ে দেয়া হয়, উকিল পণ্য বিক্রি করে মূল্য মালিককে পৌঁছে দেয়, এই ব্যাপারটিও জায়িয, যাতে কোন নাজায়িয দিক নেই, কেননা নিজের পণ্য উকিলের মাধ্যমে বিক্রি করা জায়িয।

৩. ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানির সুপার স্টোরকে বাকীতে পণ্য বিক্রি করা এবং টাকা সংগ্রহ করে মালিকের নিকট পৌঁছে দেয়াও জায়িয, কেননা উকিলের পণ্য বিক্রি করা এবং টাকা সংগ্রহ করে মালিকের নিকট পৌঁছে দেয়া শরয়ীভাবে জায়িয, তাছাড়া উকিলের বাকীতে পণ্য বিক্রি করাও জায়িয। যখন উল্লেখিত তিনটি ব্যাপার আলাদাভাবে জায়িয তবে এগুলো একত্রেও জায়িয, যাতে জায়িয না হওয়ার কোন দিক বিদ্যমান নেই এবং এতে কোন ব্যাপার অপরের সাথে শর্তারোপও নেই।

কিন্তু এই চুক্তিতে চারটি ধাপ খুবই স্পর্শকাতর, প্রত্যেকবার চুক্তিতে তা বিশেষভাবে খেয়াল রাখা জরুরী:

১. ডিস্ট্রিবিউটারের ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানি থেকে পণ্য কেনা।

২. উকিলের ডিস্ট্রিবিউটারের পক্ষ থেকে পণ্য জব্দ করে নেয়া।

৩. পরবর্তীতে বিক্রির জন্য ডিস্ট্রিবিউটারের উকিল বানানো।

৪. ডিস্ট্রিবিউটারের পক্ষ থেকে সুপার স্টোরকে পণ্য বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করা।

(১) ডিস্ট্রিবিউটারের ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানি থেকে পণ্য কেনা

এই ধাপ অনুযায়ী প্রতিবার ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানির অনুমতি প্রাপ্ত প্রতিনিধি এবং ডিস্ট্রিবিউটার বা এর অনুমতি প্রাপ্ত প্রতিনিধির মাঝে ইজাব ও কবুল হওয়া (অর্থাৎ প্রস্তাব করা ও গ্রহণ করা) জরুরী। এমন যেনো না হয় যে, ডিস্ট্রিবিউটার টাকা দিয়ে ভুলে গেলো আর ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানি মনে করলো যে, আমি তো উকিল, অতএব আমার সরাসরি বিক্রি করার অধিকার রয়েছে। বাস্তবতা হলো যে, কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউটরের পণ্য বিক্রির অধিকার রয়েছে। কিন্তু এর জন্য ডিস্ট্রিবিউটারের নিকট পণ্যও তো থাকতে হবে। এখানে ডিস্ট্রিবিউটরের মালিকানায় পণ্য এভাবে আসবে যে, ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানি নিজের পণ্য ডিস্ট্রিবিউটারকে বিক্রি করে মালিক

বানিয়ে দিবে এবং ডিস্ট্রিবিউটর নিজে বা তার উকিল তার পক্ষ থেকে তা জব্দ করে নিবে। এরপর পণ্য ডিস্ট্রিবিউটরের পক্ষ থেকে সুপার স্টোরকে বিক্রি করবে, অতএব প্রতিবার এই ধাপগুলোর উপর আমল করা জরুরী। যদি ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানি নিজের পণ্য কোন সময় ডিস্ট্রিবিউটারকে বিক্রি না করে তবে ডিস্ট্রিবিউটার বাদ হয়ে গেলো, সে এরূপ ডিলে লাভের ভাগীদার হবে না এবং সুপার স্টোর থেকে এই ডিলের বিনিময়ে যেই টাকা নেয়ার ছিলো, তার বোঝা কোম্পানির উপর এসে যাবে, এই টাকার সাথে ডিস্ট্রিবিউটারের কোন সম্পর্ক থাকবে না।

(২) উকিলের ডিস্ট্রিবিউটারের পক্ষ থেকে পণ্য জব্দ করে নেয়া

যখন ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানি ও ডিস্ট্রিবিউটারের মাঝে পণ্য বেচাকেনার চুক্তি হয়ে যাবে তখন ডিস্ট্রিবিউটার নিজে বা তার অনুমতি প্রাপ্ত প্রতিনিধি পণ্য নিজের আয়ত্বে নিয়ে নিবে। ডিস্ট্রিবিউটার উকিলের মাধ্যমে পণ্য জব্দ করতে চাইলে তবে ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানির তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে উকিল বানাতে পারবে, এই ব্যক্তি ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানির কর্মচারীও হতে পারবে, তবে ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানিকে পণ্য জব্দ করার উকিল বানাতে পারবে না।

পণ্য জব্দ করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, ডিস্ট্রিবিউটারের উকিল পণ্যের কাছে উপস্থিত থাকা এবং কোন প্রতিবন্ধকতা ও নিষেধাজ্ঞা ছাড়া জব্দ করতে চাইলে জব্দ করতে পারবে। যখন উকিল এই পণ্য জব্দ করে নিবে তখন তা মক্কেলের অর্থাৎ ডিস্ট্রিবিউটারেরও জব্দ হয়ে গেলো, কেননা উকিলের জব্দ করা মক্কেলের জব্দ করারই অন্তর্ভূক্ত। এখানে এই সতর্কতা জরুরী যে, সুপার স্টোরের সাথে হওয়া চুক্তির পূর্বে জব্দ করার ধাপটি সম্পন্ন হয়ে যেতে হবে, যদি পণ্য জব্দ করা ব্যতীত সুপার স্টোরের সাথে চুক্তি হয় তবে এই কাজটি নাজায়িয ও গুনাহ হবে, শরয়ীভাবে এরূপ চুক্তিকে বাতিল করে শরয়ী আহকাম অনুযায়ী নতুনভাবে চুক্তি করতে হবে। (ফতোওয়ায়ে বাযাযিয়া, ১/৩৯৩। মাবসুত সারাখসী, ১৯/১৭৬। রদ্দুল মুহতার, ৬/১৩। বাহারে শরীয়ত, ৩/১৮০। রদ্দুল মুহতার, ৭/৯৫)

(৩) পরবর্তীতে বিক্রির জন্য ডিস্ট্রিবিউটারের উকিল বানানো

এই ধাপে ডিস্ট্রিবিউটর কোন ব্যক্তিকে নিজের উকিল বানাবে, যাকে নিজের পণ্য বিক্রি বা কাউকে উকিল বানিয়ে পণ্য বিক্রির অধিকার দিবে, যদি একবারই বিক্রি করার সাধারণ ওকালত দিয়ে দেয়া হয় যেমন; বলে দেয়া হলো যে, আমি যতবার অমুক পণ্য কিনবো তখন তুমি এর উপর আমার পক্ষ পণ্য জব্দ করে আমার এতটুকু লাভ রেখে সেই পণ্য বিক্রি করে দিবে, তখন সে এই একবারের ওকালত দেয়া যথেষ্ট হবে, প্রতিবার নতুনভাবে উকিল বানানোর প্রয়োজন হবে না, কেননা ওকালতকে শর্তের সাথে সম্পর্কিত করা যায় আর ধারাবাহিকভাবে উকিল থাকার অধিকারও দেয়া যায়।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নোট করার রয়েছে যে, উকিলের উপর আবশ্যক যে, যত দামে বিক্রির উকিল বানানো হয়েছে, তত দামে পণ্য

বিক্রি করবে, এর কমে বিক্রির অনুমতি নেই, এমনকি উকিল বানানোর সময় মূল্য যেমন; এক হাজার টাকা ছিলো, পরবর্তীতে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে তবে পুরোনো মূল্যে বিক্রির অনুমতি নেই। তবে মূল্য জানানো হয়নি তবে রীতি অনুযায়ী মূল্যের উত্থান পতনের ভিত্তিতে বিক্রি করার অধিকার রয়েছে। (উমদাতু যিল বাসায়ির, ১/৩৭৩। দুররে মুখতার, ৮/২৮২। বাহারে শরীয়ত, ২/৯৭৮)

(৪) ডিস্ট্রিবিউটারের পক্ষ থেকে সুপার স্টোরকে পণ্য বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করা

যখন ডিস্ট্রিবিউটার কাউকে নিজের উকিল বানিয়ে দিলো এবং সে সুপার স্টোরকে পণ্য বিক্রি করে দিলো তবে সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ অধিকার অর্থাৎ সুপার স্টোরকে সমর্পণ করা, টাকা সংগ্রহ করা ইত্যাদি এই উকিলের সাথে সম্পর্কিত, অতএব যখন উকিল হিসেবে পণ্য বিক্রি করে দিলো তখন এই পণ্য সুপার স্টোর পর্যন্ত পৌঁছানো এবং সময়মতো টাকা সংগ্রহ করে মক্কেল অর্থাৎ ডিস্ট্রিবিউটারকে পৌঁছে দেয়া উকিলের দায়িত্ব। (হেদায়া মাআল ফাতহ, ৮/১৫। বাহারে শরীয়ত, ২/৯৭৮)

(২) জিজ্ঞাসিত অবস্থায় যে ক্ষতি হবে, তা সম্পূর্ণ মক্কেল অর্থাৎ ডিস্ট্রিবিউটারের হবে, এই ক্ষতির সাথে উকিলের কোন সম্পর্ক নেই, কেননা যখন ডিস্ট্রিবিউটার পণ্য ম্যানুফ্যাকচার থেকে কিনলো তখন সে এর মালিক, যা জব্দও করা হয়েছে, এখন এই পণ্যের লাভ বা লোকসান সম্পূর্ণভাবে ডিস্ট্রিবিউটারের। এর পর উকিল সেই পণ্য বিক্রি করে দিলো, তখন এর লাভ ও ক্ষতিও মক্কেলের, কেননা উকিলের চুক্তির সাথে শুধু এতটুকু পার্থক্য সৃষ্টি হলো যে, টাকা সংগ্রহ করা এবং পণ্য সমর্পণ করে দেয়া ইত্যাদি উকিলের দায়িত্বে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো, এই পণ্যের লাভ বা লোকসান উকিলের সাথে সম্পর্কিত হলো না, এই কারণেই এই চুক্তি থেকে সংগৃহীত হওয়া সম্পূর্ণ লাভ মক্কেল রাখবে, এই লাভে উকিলের কোন অংশ নেই। যখন পণ্যের লাভ সম্পূর্ণরূপে মক্কেলের হবে তবে শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতি হওয়া অবস্থায় ক্ষতিও মক্কেলেরই হবে। তবে যদি কোন চুক্তিতে উল্লেখিত উত্তরে বিদ্যমান সতর্কতার উপর আমল করা না হয় তবে হুকুম ভিন্ন হতে পারে।

(উমদাতু যিল বাসায়ির, ১/৩৭৩। দুররে মুখতার, ৮/২৮২, বাহারে শরীয়ত, ২/৯৭৮)

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ধারাবাহিক পর্ব:
এসো বাচ্চারা হাদীসে রাসূল শুনি

যমযমের পানির বরকত

যমযমের পানির উপকারীতা/ একটি পবিত্র পানি
বরকতময় পানি/পানি দ্বারা আরোগ্য লাভ
আরোগ্য প্রদানকারী পানি

মুহাম্মদ জাবেদ আত্তারী মাদানী



প্রিয় নবী রাসূলে আরবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: زَمْزَمُ لِمَا شُرِبَ لَهُ অর্থাৎ যমযমের পানি ঐ উদ্দেশ্যের জন্যই, যার জন্য তা পান করা হয়। (ইবনে মাজাহ, ৩/৪৯০, হাদীস ৩০৬২)

যমযমের পানি হলো বরকতময়, পেট ভর্তিকারী ও অসুস্থকে সুস্থকারী, যদি কেউ তা পিপাসা নিবারণের জন্য পান করে তবে তা তার পিপাসা নিবারণ করবে, ক্ষুধার্ত পান করলে তবে তা তার পেট ভরে দিবে, যদি কোন অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থতা অর্জনের জন্য পান করে তবে তার আরোগ্য লাভ হবে, যদি কেউ স্মরণ শক্তির প্রখরতার জন্য পান করে তবে তার স্মরণ শক্তি ঠিক হয়ে যাবে। অতএব বরকতময় পানিকে যেই জায়িয উদ্দেশ্যের জন্য পান করবেন, তাতেই উপকার পাবেন। اِنْ شَآءَ الله

মক্কা মুকাররমায় কোন ব্যক্তি সাতু খেলো, তাতে সুঁই ছিলো যা তার গলায় বিদ্ধ হয়ে গেলো এবং সে চরম কষ্টে পতিত হলো, যখন এই বিপদ থেকে মুক্তির নিয়্যতে তাকে যমযমের পানি পান করার পরামর্শ দেয়া হলো তখন যমযমের পানি পান করার বরকতে সে সুস্থ হয়ে গেলো। (শিফাউল গারাম, ১/২৫৫)

ইয়ে যমযম উস লিয়ে হে জিস লিয়ে ইস কো পিয়ে কোয়ি
ইসি যমযম মে জান্নাত হে ইসি যমযম মে কাওসার হে
(যওকে না'ত, ২৫৪ পৃষ্ঠা)

এই পানির একটি বিশেষ ব্যাপার হলো যে, এতে খাদ্যগুণ রয়েছে, সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু যর গিফারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি ত্রিশদিন পর্যন্ত খানায়ে কাবা ও এর পর্দার মাঝখানে ছিলাম এবং আমার নিকট খাওয়ার কিছুই ছিলো না, শুধু যমযমের পানি পান করতে থাকি, এমনকি আমার পেট ভরে যেতো (অর্থাৎ যমযমের পানি পান করাতে ক্ষুধা নিবারণ হয়ে গেলো ও দূর্বলতা দূর হয়ে গেলে)। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/২১৩)

প্রিয় বাচ্চারা! যমযমের পানি খুবই ফযীলতময় ও মহত্বপূর্ণ পানি, এর সম্মান দু'টি কারণে, একটি হলো, **আল্লাহ পাকের** নবী হযরত ইসমাইল عَلَيْهِ السَّلَام এর পায়ের গোড়ালী থেকে সৃষ্টি হয়েছে আর দ্বিতীয় কারণটি হলো, এতে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর থুথু মুবারক মিশেছে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার যমযম শরীফ পান করে অবশিষ্ট পানি কূপে ঢেলে দিয়েছিলেন। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৭১) তাই আমাদের উচিত, এই পানির আদব ও সম্মান করা, যখনই পান করবো তখন ডান হাতে, দাঁড়িয়ে, কিবলামুখী হয়ে, তিন নিঃশ্বাসে পান করবো এবং তা নষ্টও করা উচিৎ নয়। বাহারে শরীয়াতে রয়েছে: যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা সুন্নাত। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৫/৩৮৪)

আল্লাহ পাক আমাদেরকে পবিত্র ও বরকতময় পানির আদব করা এবং এর বরকত অর্জন করার তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم



ইসলামী বোনদের শরয়ী মাসআলা

মুফতী মুহাম্মদ কাসিম আত্তারী

(০১) এলকোহল মিশ্রিত ক্রিম মুখে লাগালে নামায কি হয়ে যাবে?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম ও মুফতীয়ানে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, যদি মেকআপ অর্থাৎ বিউটি ক্রিমে (Beauty Cream) কোন অপবিত্র বস্তু যেমন; এলকোহল থাকে, তবে কি তা মুখে লাগানো অবস্থায় নামায হয়ে যাবে?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

এলকোহল থাকার কারণে বিউটি ক্রিমকে (Beauty Cream) অপবিত্র বলা যাবে না, কেননা বর্তমানে অধিকাংশ ওলামা ও ফুকাহায়ে কিরাম সাধারণত ব্যবহার ও প্রয়োজনের কারণে বাহ্যিক ব্যবহার্য সকল বস্তু এবং পানাহারের বস্তুতে শুধু ঔষধ সমূহে চিকিৎসা হিসেবে এলকোহল এর অনুমতি দিয়েছে, আর তা যেনো নেশার পর্যায়ে না হয়। অতএব জিজ্ঞাসিত অবস্থা অনুযায়ী বিউটি ক্রিমে এলকোহল মিশ্রিত রয়েছে এবং এছাড়া তাতে কোন অপবিত্র বস্তু যেমন; মৃত বা শুকরের চর্বি ইত্যাদি মেশানোর বিষয়টি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত না হলে তবে তা লাগিয়ে নামায পড়া জায়িয।

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(০২) হাত মোজা পরিহিত অবস্থায় কি মুসাফাহার সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম ও মুফতীয়ানে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশ গ্রহণ হয়ে থাকে। ইজতিমার পর ইসলামী বোনেরা পরস্পর মুসাফাহা করে থাকে এবং নতুন আগত ইসলামী বোনদের নেকীর দাওয়াত দিয়ে থাকে। মুসাফাহা করার সময় সাধারণত ইসলামী বোনদের হাতে সাংগঠনিক নিয়মানুসারে কালো মোজা থাকে। তারা এই হাতমোজাসহ মুসাফাহা করে। প্রশ্ন হলো যে, হাতমোজা পরা অবস্থায় কি মুসাফাহার সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে, নাকি হাতমোজা খুলে মুসাফাহা করা উচিৎ?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

মুসাফাহা পুরুষদের জন্য সুন্নাত, মহিলাদের জন্য নয়, অতএব সুন্নাত পদ্ধতির খেয়ালও শুধু পুরুষরাই রাখবে। যখন জানা গেলো, মুসাফাহা মহিলাদের জন্য সুন্নাত নয়, তো তাদের হাত মিলানো তো শুধুই "হাত মিলানো", "সুন্নাত মুসাফাহ" নয়, অতএব হাতের তালুতে কাপড় বা হাতমোজা থাকাও কোন কিছু নির্ভর করে না, কিন্তু যখন মহিলাদের মাঝেই থাকবে তখন হাতমোজা খুলে নেয়াতে কোন সমস্যা নেই, এখানে প্রয়োজন কিসের?

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(০৩) মহিলাদের বিশেষ দিনগুলোতে তাবীয পরিধান কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম ও মুফতীয়ানে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, মহিলারা কি তাদের বিশেষ দিনগুলোতে তাবীয পরিধান করতে পারবে?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

হায়েয ও নিফাস সম্পন্ন মহিলারা এবং জুনুবী ব্যক্তি অর্থাৎ যার উপর গোসল ফরয হয়েছে, তারা সবারই তাবীয পরিধান করা জায়িয, যদি তাবীয কোন কাপড় বা রেক্সিন ইত্যাদি দ্বারা আবৃত হয়।

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم



ধারাবাহিক পর্ব:
ইসলাম ও নারী

জাহান্নামে নারীদের আধিক্য কেন হবে?

উম্মে মিলাদ আত্তারীয়া

দ্বীন ইসলাম পুরুষ ও নারী উভয়কে কল্যাণ ও সমৃদ্ধির মূলনীতিগুলো ব্যাখ্যা করেছে এবং উভয়কে জাহান্নামের রাস্তা থেকে বাঁচাতে চায়, এই জন্য যেই অপূর্ণতা পুরুষের মধ্যে রয়েছে, তাতে পুরুষদের সংশোধন করেছে এবং যেই ত্রুটি নারীদের মধ্যে রয়েছে তাতে নারীদের নির্দেশনা প্রদান করেছে। জাহান্নামে নারীদের আধিক্য কেন হবে? এর ব্যাখ্যা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, এই বিষয়বস্তুর আলোকে এ ব্যাপারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হবে, যেমনটি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি জান্নাতে উঁকি দিলাম, তখন অধিকাংশ লোক গরীব ছিলো আর আমি জাহান্নামে উঁকি দিলাম, তখন তাতে অধিকাংশ মহিলা ছিলো। (বুখারী, ৩/৪৬৩, হাদীস ৫১৯৮) তাছাড়া একবার **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মহিলাদের উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন: মহিলারা! সদকা করতে থাকো, কেননা আমি তোমাদের মধ্যে অধিকাংশকেই জাহান্নামে দেখেছি। তখন মহিলারা আরয করলেন: এর কারণ কি? **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি কারণ বর্ণনা করলেন: (১) তোমরা অনেক বেশি অভিশাপ করে থাকো (২) তোমরা স্বামীর অকৃতজ্ঞতা বেশি করে থাকো। (বুখারী, ১/১২৩, হাদীস ৩০৪)

(১) অধিক অভিশাপ করা: অনেক মহিলার অভ্যাস যে, একে অপরকে বা নিজের স্বামীকে, নিজের খাদেমাকে কিংবা নিজের সন্তানদের অভিশাপ করতে থাকে আর তাদরেকে বদদোয়া দিতে থাকে, এরূপ মহিলাদের উচিৎ, অভিশাপ করার অভ্যাস থেকে নিজেকে বাঁচানো, কেননা ইসলামে এর কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

(২) স্বামীর অকৃতজ্ঞতা: সাধারণত মহিলাদের মধ্যে এই অভ্যাস থাকে যে, স্বামীদের অকৃতজ্ঞতাই করতে থাকে, স্বামী তাদের জন্য যতই পরিশ্রম করুক না কেন এবং নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী যতই তাদের সাথে সদাচরণ করুক না কেন তবুও মহিলারা ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতাই করতে থাকে, যার ফলে খুবই

ভয়ানক পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়, এরূপ মহিলারা অনুগ্রহ ভূলে যায়, তাদের অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, মুখের অভদ্র ব্যবহারের কারণে এই শাস্তি পায় যে, স্বামী অতিষ্ট হয়ে তাদের ছেড়ে দেয়, অতঃপর তাদের সারা জীবন আফসোসের সাথে এবং পরিবারের ধমক ও বিদ্রুপ শুনে শুনে অতিবাহিত করতে হয়, তাই মহিলাদের উচিৎ, এরূপ আচরণ থেকে প্রথম অবস্থাতেই তাওবা করা এবং যে অবস্থায় **আল্লাহ পাক** স্বামীর সাথে রেখেছেন, তাকে গনীমত মনে করা আর দুনিয়ার হিসেবে নিজের চেয়ে কম মর্যাদাবানের দিকে দৃষ্টি দেয়া, যাতে ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার অবস্থা সৃষ্টি হয়।

একবার **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মহিলাদের পাশ দিয়ে গমন করেন তখন ইরশাদ করেন: অনুগ্রহকারীর অকৃতজ্ঞতা থেকে বেঁচে থাকো। তখন মহিলারা আরয করলো: অনুগ্রহকারীর অকৃতজ্ঞতা দ্বারা উদ্দেশ্য কি? ইরশাদ করলেন: হয়তো তোমাদের মধ্যে কোন মহিলা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্বামী ছাড়া নিজের পিতামাতার সাথে থাকবে এবং বৃদ্ধা হয়ে যাবে কিন্তু **আল্লাহ পাক** তাকে স্বামী দান করেছেন এবং তার মাধ্যমে সম্পদ ও সন্তানের নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন, এরপরও যখন সে রাগান্বিত হয় তখন বলে: আমি তার মাঝে কখনো মঙ্গল দেখিইনি।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১০/৪৩৩, হাদীস ২৭৬৩২)

অনুরূপভাবে অশ্লীলতা ও পর্দাহীন হওয়া, পরপুরুষের দিকে ধাবিত হওয়া বা তাদেরকে নিজের দিকে ধাবিত করাও এমন কাজ, যেগুলোর ব্যাপারে হাদীসে শাস্তি বর্ণিত হয়েছে এবং ইরশাদ করা হয়েছে যে, এরূপ মহিলারা না জান্নাতে যাবে আর না এর (জান্নাতের) সুবাস পাবে, অথচ এর (জান্নাতের) সুবাস অনেক দূর থেকেই পাওয়া যাবে। **(মুসলিম, ৯০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫৫৮২)**

আল্লাহ পাক আমাদেরকে দোযখ থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ধারাবাহিক পর্ব:
শিশুদের জন্য আমীরে আহলে সুন্নাতের উপদেশ

পশুদের প্রতি অত্যাচার করবেন না!

ওয়াইস ইয়ামিন আত্তারী



প্রিয় বাচ্চারা!

আমীরে আহলে সুন্নাত আল্লামা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী সাহেব বলেন:

পশুদের প্রতি অত্যাচার করা থেকে বেঁচে থাকা উচিৎ এবং তাদের প্রতি দয়া করা উচিৎ, কেননা এই বেচারারা নিজের উপর হওয়া অত্যাচারের জন্য কোন বান্দার প্রতি ফরিয়াদ করতে পারে না আর এরূপ অসহায় ও নিঃস্ব অবস্থায় আল্লাহ পাকের নিকটই প্রার্থনা করে থাকে। বাচ্চাদেরও বিরত থাকা উচিৎ যে, অনেক বাচ্চারা কীট পতঙ্গ মেরে ফেলে, প্রজাপতির পেছনে দৌঁড়ে ধরে ফেলে, যার ফলে এর পাখা ভেঙ্গে যায় এবং তা পরবর্তীতে মারা যায়, অনুরূপ ভাবে মাকড়সা মারতে থাকে, তো যা কষ্ট প্রদানকারী না হয়, তা মারবে না। তবে হ্যাঁ! মশা ইত্যাদি যা কষ্ট দেয় তা মেরে ফেলা উচিৎ। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে বান্দা, পশু এবং কীট পতঙ্গের প্রতিও অত্যাচার করা থেকে বাঁচিয়ে রাখুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র (পর্ব ৯২), শিশুদের আতর লাগানো কেমন?, ১৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় বাচ্চারা! জানা গেলো যে, পশুদের প্রতি অত্যাচার না করা উচিৎ, অনেক বাচ্চা কুরবানির পশুদের যেমন; ছাগল, ভেড়া, গরু ইত্যাদিকে ঘুরিয়ে থাকে এবং তা হাঁটে না তখন তাদেরকে মেরে মেরে তাদের প্রতি অত্যাচার করে থাকে বা এর রশি জোরে টেনে ধরে রাখে, যার ফলে তাদের কষ্ট হয়ে থাকে, অনেক সময় এভাবে করাতে পশু পড়েও যায় এবং তাদের ব্যথা পাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। অতএব আমাদের একেবারেই এরূপ করা উচিৎ নয়, বরং আমাদের পশুদের প্রতি দয়া করে তাদের পানাহারের প্রতি খেয়াল রাখা উচিৎ।



সময় নষ্ট হওয়ার কারণ (পর্ব: ৩)

আসিফ ইকবাল আত্তারী মাদানী

নিজেকে পর্যবেক্ষণ করার কাজটি মানুষের আচরণ ও আমলকে পরিশুদ্ধ করে আর বুদ্ধিমান লোক নিজের ভুল ও অলসতা সমূহ চিহ্নিত করে তা দূর করে এবং **আল্লাহ পাকের** অনুগ্রহে ক্রমান্বয়ে উন্নতি করতে থাকে। আসুন! নিজেকে পর্যবেক্ষণ করি আর দেখি যে, আমাদের মূল্যবান সময় কিভাবে আর কোন কোন কাজে নষ্ট হচ্ছে।

(১) দৈনন্দিন রুটিন না বানানো: যখন আমাদের অনেক কাজ করতে হয় আর দৈনন্দিন রুটিন বানানো না হয় তবে প্রতিটি কাজ করার সময় দ্বিতীয় কাজের প্রতিও মন আটকে থাকবে আর শান্তভাবে কোন কাজ হবে না, কখনো আমরা একটি কাজে অনেক বেশি সময় ব্যয় করবো আর অবশিষ্ট কাজ থেকে যাবে। সময় নির্ধারণ ও বন্টনের শিক্ষা আমরা সুন্নাতে নববী থেকে পাই, আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের কাজের রুটিন/শিডিউল বানাতেন।

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর শিডিউল:** হযরত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন ঘরে প্রবেশ করতেন তখন নিজের সময়কে তিনভাগ করে নিতেন: **(১)** একভাগ **আল্লাহ পাকের** ইবাদতের জন্য **(২)** দ্বিতীয় ভাগ নিজের পরিবারের জন্য আর

(৩) তৃতীয় ভাগ নিজের মুবারক সত্তার জন্য। অতঃপর ব্যক্তিগত সময়কে নিজের ও সাধারণ মানুষের মাঝে ভাগ করে নিতেন, খেদমতে উপস্থিত হওয়া নৈকট্যশীল ব্যক্তিদের মাধ্যমে অনুপস্থিত মানুষের নিকট বিধানাবলী পৌঁছাতেন এবং উপদেশ ও নির্দেশনার কোন বিষয় জনসাধারণ থেকে গোপন রাখতেন না। এই সময়ে মর্যাদাবানদের (বংশীয় অভিজাত/ ইসলামে অগ্রগামীদের/ বেশি মুত্তাকী ও পরহেযগারদের) প্রাধান্য দিতেন আর এই সময়কে দ্বীনি প্রয়োজন অনুযায়ী বন্টন করতেন। কারো একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার থাকতো, কারো দু'টি আর অনেকের অসংখ্য মাসআলার প্রয়োজন হতো, তাছাড়া উপস্থিতদের ঐ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করার অনুমতি প্রদান করতেন, যাতে উম্মতের উন্নতি ও কল্যাণ নিহিত থাকতো আর যথাসম্ভব বিধানাবলী ইরশাদ করতেন। **(শামায়িলে মুহাম্মদীয়া, ১৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩১৯)**

অনুরূপভাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও ওয়াজ ও নসিহতের জন্য বৃহস্পতিবারকে নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। বুখারী শরীফে রয়েছে: হযরত ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদেরকে ওয়াজ করতেন, এক ব্যক্তি আরয করলো: হে আবু আব্দুর রহমান! আমি চাই যে, আপনি প্রতিদিন আমাদের ওয়াজ করুন। তিনি বললেন: আমি তোমাদের বিরক্ত হওয়াকে অপছন্দ করি, আমি তোমাদের সুবিধার জন্য দিন নির্ধারণ করেছি, যেমনিভাবে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের জন্য দিন নির্ধারণ করেছিলেন, যেনো আমরা বিরক্ত হয়ে না যাই। **(বুখারী, ১/৪২, হাদীস ৭০)**

(২) অগ্রাধিকার নির্ধারণ না করা: যদি সৌভাগ্যক্রমে দৈনন্দিন রুটিন তো বানানো হয়েছে

কিন্তু এই বিষয়টি খেয়াল না রাখা যে, কোন কাজটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কোনটি কম, কোন কাজটি প্রথমে করা উচিৎ আর কোনটি পরে, তাছাড়া কোন কাজটিতে কত সময় দেয়া উচিৎ। তখনও সময় নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। বিবেক ও দ্বীনেরও এটাই চাওয়া যে, "গুরুত্বপূর্ণ কাজকেই" প্রাধান্য দেয়া হোক।

বুযুর্গদের দৃষ্টিতে "গুরুত্বপূর্ণ কাজের" গুরুত্ব কিরূপ হয়ে থাকে তার অনুমান এই ঘটনা দ্বারা করুন, হযরত র'বীই বিন খায়শাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ২০ হাজার দিরহাম মূল্যের ঘোড়া পাশে বাঁধলেন এবং নামায পড়তে লাগলেন, এক চোর এলো আর ঘোড়া খুলে নিয়ে গেলো, তাকে ধরার জন্য তিনি না তো নামায ভঙ্গ করলেন, না তিনি চিন্তিত হলেন আর না অস্থির হলেন, লোকেরা আফসোস করলো এবং সান্তনা দিলো, তাছাড়া আরয করলো: আপনি চোরকে ধরলেন না কেন? তখন তিনি বললেন: আমি চোরকে ঘোড়া খোলার সময় দেখেছি কিন্তু আমি এমন কাজে ব্যস্ত ছিলাম, যা ঘোড়ার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান ছিলো। **(ইহইয়াউল উলুম, ৪/৩৪৯)**

বিঃদ্রঃ- মনে রাখবেন! এটি সেই বুযুর্গের তাকওয়া ও গুরুত্বপূর্ণ কাজকে প্রাধান্য দেয়া ছিলো, যদিও এমতাবস্থায় নামায ভঙ্গ করা জায়িয ছিলো। **বাহারে শরীয়াত** ১ম খন্ডের ৬৩৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: নিজের বা অপরের এক দিরহাম ক্ষতি হওয়ার ভয় হলো, যেমন; দুধ উথলে পড়ে যাওয়া বা মাংস তরকারী রুটি ইত্যাদি পুড়ে যাওয়ার ভয় হওয়া বা এক দিরহামের কোন জিনিস চোর নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, এমতাবস্থায় নামায ভঙ্গ করার অনুমতি রয়েছে। **(রদ্দুল মুহতার, ২/৫১৩। ফতোওয়ায়ে আলমগীরি, ১/১০৯)**

(৩) অপরের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা না নেয়া: অপরের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয়ার পরিবর্তে নতুনভাবে একই অভিজ্ঞতার পূনরাবৃত্তি করা সময় নষ্ট করা ব্যতীত আর কিছুই নয়। স্বভাবতই যদি কোন কাজ/ বিষয়ের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে আর এর ফলাফলও সামনে এসে গেছে তবে এখন বিনা কারণে এর আবারো গবেষণা করাকে সময় নষ্ট করাই বলা হবে।

যদি কোন ক্ষেত্রে মানুষ গবেষণা করে সফলতা অর্জন করে নেয় তবে এরূপ মানুষের ব্যাপারে পড়ে, তাদের কথা শুনে তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো উচিৎ বা এভাবে বলুন, যে যেই সেক্টরে যেতে চান, সেই সেক্টরের সফল মানুষকেই রাত দিন স্টাডি করুন, যদি সে নিজের সেক্টরের অভিজ্ঞতা বক্তৃতা, কিতাব বা অন্য কোন কাজের মাধ্যম রেখে যান তবে তা থেকে উপকারীতা অর্জন করুন। অতএব নিজের বড়দের মতো সফল হতে শিক্ষক, আলিম, দাদা, পিতা, ব্যবসায়ী ইত্যাদির অভিজ্ঞতা থেকে উপকারীতা গ্রহণ করুন।, আরবী প্রবাদ রয়েছে: اَكْبَرُ مِنْكَ سِنًّا اَكْثَرُ مِنْكَ تَجْرِبَةً অর্থাৎ যারা বয়সে তোমার চেয়ে বড় তারা অভিজ্ঞতায়ও তোমার চেয়ে বড়।

(৪) সকল কাজ নিজে করার চেষ্টা করা: কাজ বন্টন করাতে কম সময়ে বেশি কাজ হয়ে যায়, কিন্তু সকল কাজ নিজে করার চেষ্টায় কোন কাজই ভালোভাবে হয়না আর সময়ও নষ্ট হয়ে যায়। কাজ বন্টন করা সুন্নাতে নববী, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঘরে ও সফরে কাজ বন্টন করে দিতেন আর নিজেও তাতে অংশীদার হতেন।

খন্দকের যুদ্ধের সময় যখন পরিখা খনন করা হচ্ছিলো তখন এই কাজ বিভিন্ন সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মাঝে বন্টন করে দেন এবং তিনি নিজেও এই কাজে অংশ গ্রহণ করেন, অনুরূপভাবে এক সফরে খাবার রান্না করার সময় হলে তখন কাজ বন্টন করার ব্যাপারে

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের দায়িত্বে কাঠ সংগ্রহ করার কাজ নেন। মোটকথা সময় বাঁচানো এবং বড় ও কঠিন কাজ সহজভাবে সম্পন্ন করার জন্য কাজ বন্টন করা জরুরী, অন্যথায় প্রত্যেক কাজ নিজে করা ও প্রত্যেক কিছু নতুনভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করার স্বভাব সময় নষ্ট করে থাকে।

(৫) অহেতুক ও অনুপকারী কাজে ব্যস্ত হওয়াঃ অহেতুক কাজে, উদ্দেশ্যহীন আলোচনা, অনুপকারী বিতর্ক, গল্পগুজব এবং অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তায়ও অনেক সময় নষ্ট হয়ে থাকে। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেনঃ** مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهٗ مَالَا يَعْنِيْهِ। **অনুবাদঃ** বান্দার জন্য ইসলামের সৌন্দর্য্যের মধ্যে এটা রয়েছে, অহেতুক ও অনুপকারী বিষয় বর্জন করে দেয়া। **(ইবনে মাজাহ, ৪/৩৪৪, হাদীস ৩৯৭৬)**

সত্য কথা হলো, সুস্থতার মূল্য অসুস্থরাই জানে, তাই সময়ের মূল্য অত্যধিক ব্যস্ত লোকেরাই জানে, অন্যথায় "অবসর" লোকেরা কি জানবে যে, সময়ের গুরুত্ব কি, অতএব নিজেকে অহেতুক কথাবার্তা, কাজ এবং বন্ধুদের থেকে দূরে রাখুন। সুতরাং অসংখ্য কিতাবের লেখক হযরত আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه সময় নষ্টকারীদের সাহচর্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। **(কিমিয়াতুয যামান ইন্দাল উলামা, ৫৮ পৃষ্ঠা)**

দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে জেনে বা না জেনে সময় নষ্ট করা হয়ে থাকে, অনেকে ঘুম থেকে উঠার পরও অনেক্ষণ বিছানা ছাড়ে না, খাবার খাওয়ার সময় অনেক বেশি সময় নষ্ট করে থাকে, অনেক্ষণ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, রাতে ঘন্টার পর ঘন্টা অহেতুক বৈঠক করে থাকে, হোটেল আলোকিত করে বসে থাকে। কোথাও চা পান করতে বসলো তো অহেতুক ও অনর্থক কথাবার্তা যেমন; দেশের রাজনৈতিক অবস্থা এবং ম্যাচের আলোচনায় ঘন্টার পর ঘন্টা সময় নষ্ট করে। এরূপ লোকদের সংশোধন অসম্ভব তো নয় কিন্তু অবশ্যই কঠিন হয়ে থাকে। এরূপ লোকদের ব্যাপারে বলা হয়েছেঃ "ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগানো সহজ কিন্তু জাগ্রতকে জাগানো কঠিন।"

(৬) "কাল করবো" এই অভ্যাসঃ আজকের কাজ কালকের জন্য রেখে দেয়ার অভ্যাসের কারণে কোন কাজই সময়মতো হয়না আর সময় উদ্দেশ্যহীন ভাবে নষ্ট হয়ে যায়। এটি একটি ধোঁকা যে, "কাল করবো।" কেউ খুবই সুন্দর কথাই বলেছেঃ বুদ্ধিমানের অভিধানে "কাল" শব্দটি থাকে না আর মুর্খদের রেজিস্টার এই শব্দে ভরা। অনুরূপভাবে অনেক বিফল ব্যক্তিকে বলতে দেখা যাবেঃ আমরা নিজের জীবন "কাল" এর পেছনে ছুটতে ছুটতে হারিয়ে ফেলেছি এবং নিজের হাতে নিজের কবর খনন করে নিলাম।

যাইহোক কাজের অনন্য ও উত্তম ফলাফল অর্জনে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হলো গড়িমসি ও অলসতা করা, এটি এমন এক রোগ, যা নিজের সত্তা থেকে দূর করা অতিশয় জরুরী, কেননা এই রোগে দায়িত্বহীনতার জীবানুর সংক্রমন হয়, যার ফলে প্রচন্ড ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। যদি আমরা চাই যে, নিজের অমূল্য সময় নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাতে এবং নিজের কাজকে ভালোভাবে সম্পন্ন করতে তবে নিজের স্বভাবে অলসতা, গড়িমসি, কাজে বিলম্ব (procrastination) করার অভ্যাস এবং "পরে কখনো" (করবো)! এরূপ চিন্তা বাদ দিতে হবে আর জীবনকে সফল বানানোর জন্য "এখনই" এবং "দ্রুত" এরূপ ফর্মূলা প্রয়োগ করতে হবে। কঠিন কাজকে একদিকে রেখে দেয়ার পরিবর্তে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে দ্রুত শেষ করার চেষ্টা করুন। (চলবে..)



মাদানী মুযাকারার প্রশ্নোত্তর

জুলাই ২০২২/ যিলহজ্ব ১৪৪৩

শিশুরা কি হজ্ব করতে পারবে?

প্রশ্ন: আমি কি হজ্ব করতে পারবো? (একটি শিশুর প্রশ্ন)

উত্তর: জি, হ্যাঁ! শিশুরা হজ্ব করতে পারবে। শিশুদের হজ্বের ব্যাপারে রফিকুল হারামাঈনে একটি বিশেষ অধ্যায় রয়েছে, যারা শিশুদের হজ্বে নিয়ে যাচ্ছেন, তারা এই অধ্যায়ে প্রদত্ত বিস্তারিত বিবরণ পাঠ করে নিন اِنْ شَآءَ الله উপকৃত হবেন। (মাদানী মুযাকারা, ৯ রজবুল মুরাজ্জব ১৪৪০ হিঃ)

শিশুকালের হজ্ব দ্বারা কি ফরয হজ্ব আদায় হয়ে যাবে?

প্রশ্ন: যদি কেউ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে হজ্ব করে নিলো, এখন প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সামর্থ্যবান হওয়া অবস্থায় নিজের ফরয হজ্ব কি আবারো আদায় করতে হবে নাকি পূর্বে যা করেছিলো তাই যথেষ্ট?

উত্তর: অপ্রাপ্তবয়স্কের উপর হজ্ব ফরয হয় না, কিন্তু যদি সে হজ্ব করে নেয়, তবে এতে সে সাওয়াব পাবে, অপ্রাপ্তবয়স্কের নেকী মকবুল। তবে অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় করা হজ্ব দ্বারা ফরয হজ্ব আদায় হবে না, অতএব প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর যদি সে সামর্থবান হয় এবং হজ্ব ফরয হওয়ার অন্যান্য শর্তাবলী পাওয়া যায় তবে এখন তাকে ফরয হজ্ব করতে হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ১০/৭৭৫) জীবনে একবারই হজ্ব ফরয। (ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/২১৬) অনেকে উপার্জনকারী হওয়াকে হজ্ব ফরয হওয়ার শর্ত মনে করে, অথচ এমন নয়। (মাদানী মুযাকারা, ১১ জমাদিউল আখির ১৪৪০ হিঃ)

হামকো তো আপনে সায়ে মে আ'রাম হি সে লায়ে

প্রশ্ন: আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই পঙক্তিটির ব্যাখ্যা করে দিন:

হামকো তো আপনে সায়ে মে আ'রাম হি সে লায়ে
হিলে বাহানে ওয়ালোঁ কো ইয়ে রাহ ডর কি হে

(হাদায়িকে বখশিশ, ২০২ পৃষ্ঠা)

উত্তর: মদীনার সফর পূর্বে উট ও ঘোড়ার মাধ্যমে হতো। পথে অনেক সময় ডাকাতি হতো।

আলা হযরত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই যুগে উটে করে মদীনা শরীফের সফর করার ইচ্ছা পোষণ করলো, তখন লোকেরা ভয় দেখালো যে, লুট হয়ে যাবে কিন্তু তিনি তবুও সফর করেছেন এবং পথে কোনরূপ দূর্ঘটনার শিকার হননি, তখন এই পরিস্থিতিতে সম্ভবত এই পঙক্তিটি তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিপিবদ্ধ করেন যে,

হামকো তো আপনে সায়ে মে আ'রাম হি সে লায়ে
হিলে বাহানে ওয়ালোঁ কো ইয়ে রাহ ডর কি হে

অর্থাৎ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে আরামের সহিত নিজের ছায়ায় নিয়ে এসেছেন এবং মদীনা শরীফের হাজিরী দ্বারা ধন্য করেছেন। যারা মদীনা যাবে না তারা বাহানা করে থাকে, তাদের জন্য এই পথ ভয়ের কিন্তু যারা **আল্লাহ পাকে**র প্রতি ভরসা করে সাহস করে নেয়, তাদের জন্য কোন ভয় নেই, তো এই পঙক্তিতে এক প্রকার সান্তনা রয়েছে। (মাদানী মুযাকারা, ২৫ জমাদিউল আখির ১৪৪০ হিঃ)

ছাগল ইত্যাদির শরীরে সম্মানিত নাম লিখা অবস্থায় থাকলে তবে কি করবে?

প্রশ্নঃ প্রায় ছাগল, সবজি বা ভূট্টার উপর **আল্লাহ পাকে**র নাম বা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম কুদরতিভাবে লিখা অবস্থায় থাকে, এর কি করা উচিৎ? ছাগল কি জবাই করে দেয়া উচিৎ বা টমেটো কেটে ফেলা উচিৎ? নির্দেশনা প্রদান করুন।

উত্তরঃ এই বস্তুর উপর সম্মানিত নাম তো সর্বদা লিখা থাকেনা, মাঝে মাঝে দেখা যায় আর যখন দেখা যায় তখন মানুষ এর যিয়ারত করে। এইগুলো সাধারণত মানুষ খায় না, এর ছবি স্যোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে থাকে, মানুষকে দেখায় আর এর আদব করে থাকে। তবে যদি কেউ পবিত্র নাম সমৃদ্ধ বস্তু খেয়ে নেয় তবুও কোন সমস্যা নাই। যেমন; যদি টমেটো বা কোন সবজিতে পবিত্র নাম এসে গেলো তবে তা খেতে পারবে। ছাগলের উপর এসে গেলে তবে তা জবাই করে দিতে পারবে।

চামড়ার টুকরোর ফ্রেম বানিয়ে নিন

অতঃপর চামড়ার সেই টুকরো যার উপর আসলেই পবিত্র নাম লিখা রয়েছে, কেটে ছেটে বানানো হয়নি, ক্লিয়ার লেখা দেখা যাচ্ছে, তবে এখন এর যেনো বেআদবী না হয়। চামড়ার এতটুকু অংশ কেটে ফ্রেম বানিয়ে ঘর বা দোকান ইত্যাদিতে বরকতের জন্য লাগিয়ে রাখুন। **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম কুদরতীভাবে লিখা হয়ে থাকলে তবে এর নিজস্ব একটা Attraction হয়ে থাকে, ভক্তি ও ইশক বৃদ্ধি পায় যে, দেখো আমার **প্রতিপালক** সত্য, চামড়ার উপর এই কুদরতি নাম কোন বান্দা লিখেনি বরং আমার **প্রতিপালকই** লিখেছেন। হয়তো কুদরতীভাবে লিখা নাম অমুসলিমরা দেখে মুসলমান হয়ে যাবে। (মাদানী মুযাকারা, ২০ জমাদিউল আওয়াল, ১৪৪০ হিঃ)

আল্লাহ পাককে দানশীল বলা কেমন?

প্রশ্নঃ আল্লাহ পাককে দোয়ায় দানশীল বলা কেমন?

উত্তরঃ দোয়া ও দোয়া ব্যতীতও **আল্লাহ পাক**কে দানশীল বলা নিষেধ। **আল্লাহ পাক**কে দানশীল বলার পরিবর্তে "জাওয়াদ" বলা উচিৎ। (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ২৭/১৬৫) তবে হ্যাঁ! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দানশীল বলা যাবে। (মাদানী মুযাকারা, ৬ জমাদিউল আওয়াল, ১৪৪০ হিঃ)

উপুড় হয়ে শয়ন করা কেমন?

প্রশ্নঃ উপুড় হয়ে শয়ন করা কেমন?

উত্তরঃ উপুড় হয়ে শয়ন করা জাহান্নামীদের পদ্ধতি। (**পাদটীকাঃ** হযরত সায়্যিদুনা আবু যর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি পেটের উপর উপুড় হয়ে শয়ন করে ছিলাম, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার পাশ দিয়ে গমন করেন আর পা দ্বারা ধাক্কা দিয়ে ইরশাদ করলেনঃ হে জুনদুব! (এটা হযরত সায়্যিদুনা আবু যর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর নাম) এটা জাহান্নামীদের শয়নের পদ্ধতি। (ইবনে মাজাহ, ৪/২১৪, হাদীস ৩৭২৪) এই হাদীসে পাক উদ্ধৃতি করার পর হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেনঃ অর্থাৎ এভাবে কাফেররা শয়ন করে থাকে বা এরূপ জাহান্নামীকে জাহান্নামে এভাবে শয়ন করানো হবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৪৩৪))

বর্তমানে অনেকে উপুড় হয়ে শয়ন করে, ছোট্ট শিশুরাও এভাবে শয়ন করে থাকে, তাদেরকে বারবার পার্শ্ব পরিবর্তন করে ঠিক করে দেয়া উচিৎ, যাতে তাদের সঠিকভাবে শয়নের অভ্যাস হয়। যদি শিশুকালে ঠিক করে দেয়া না হয় তবে উপুড় হয়ে শয়নের অভ্যাস হয়ে যাবে অতঃপর বড় হয়ে উপুড় হওয়া ব্যতীত ঘুমই আসবে না। (মাদানী মুযাকারা, ২০ জমাদিউল আওয়াল ১৪৪০ হিঃ)

চিল কাককে সদকার মাংস খাওয়ানো কেমন?

প্রশ্নঃ পাখিদের সদকার মাংস খাওয়ানো কেমন?

উত্তরঃ অনেকে চিল, কাককে সদকার নিয়্যতে উড়িয়ে উড়িয়ে মাংস খাইয়ে থাকে, এটা অমুসলিমদের পদ্ধতি। (**পাদটীকাঃ** চিল কাককে মাংস খাওয়ানোর ব্যাপারে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট হওয়া প্রশ্ন ও উত্তর প্রত্যক্ষ করুনঃ **প্রশ্নঃ** প্রায় দেখা যায় যে, মানুষ ছাগল কিনে আনে আর তা ছেলে বা মেয়ের নামে জবাই করে কিছু মাংস চিল ও কাককে খাওয়ায় আর কিছু ফকীরকে বিতরণ করে থাকে, এই কাজটি কতটুকু বিশুদ্ধ? **উত্তরঃ** মিসকীনদের দিবে, চিল, কাককে খাওয়ানোর কোন অর্থ নেই, এটা ফাসিক (গুনাহ) আর কাককে দাওয়াত করা বিধর্মীদের রীতি। وَاللهُ اَعْلَمُ (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ২০/৫৮৮,৫৯০) (মাদানী মুযাকারা, ১৮ জমাদিউল আখির, ১৪৪০ হিঃ)



পিতামাতার প্রতি

নিজের ধরন পরিবর্তন করুন

আসিফ জাহানযীব আত্তারী মাদানী

নিজেদের সন্তানের প্রতি সকল পিতামাতারই ভালবাসা থাকে, তাদের এই আকাঙ্ক্ষাও থাকে যে, তাদের সন্তান সমাজের সেরা মানুষ হোক এবং এর জন্য তারা নিজেরদের মতোই শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু এই চেষ্টায়ও পিতামাতা এমন কিছু বাক্য ব্যবহার করে থাকে, যা সন্তানের ব্যক্তিত্বে বিরূপ প্রভাব পড়ে। পিতামাতাকে নিজেদের এই বাক্য সমূহ এবং ধরনে পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

ভালো কথায় বাহবা দেয়া: যখন সন্তান কোন নতুন বিষয় শিখে বা কোন সফলতা অর্জন করে তখন সাধারণত পিতামাতা সন্তানদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করার জন্য তাদেরকে সকল সফলতাতেই তাদেরকে বাহবা দিতে দেখা যায়, আর বিশেষজ্ঞরা বলেন; এভাবে শিশুরা প্রশংসার মুখাপেক্ষী হয়ে যায়, যা পরবর্তীতে তাদের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে, প্রশংসা শুধুমাত্র সঠিক সময়েই করুন আর এর জন্য বাক্যও যেনো উপযুক্ত হয়, অতিরিক্ত প্রশংসা সন্তানের ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে দেয়।

তুমি এটা কি করলে: সাধারণত বাচ্চা নিজের ছোট ছোট কাজের জন্য পূর্ণ পরিশ্রম করে থাকে, কোন ড্রয়িং বানানো হোক বা কোন টেস্ট পেপার মুখস্ত করা হোক। যদি বাচ্চার এই ব্যাপারে কোনো ভুল হয়ে যায় বা অপূর্ণতা রয়ে যায় তবে সাথে সাথে এরূপ বলে দেয়া যে, **"তুমি ড্রয়িং ভালো করোনি বা টেস্ট পেপার মুখস্ত করোনি কিংবা তুমি এটা কি করলে"** এরূপ বাক্যে তার উৎসাহও ভঙ্গ হয়ে যায় আর সে হীনমন্যতায়ও ভোগে, এর পরিবর্তে তার পরিশ্রমের প্রশংসা করে তাকে আরো পরিশ্রম করার প্রেরণা দিন, যেমন; আপনি এভাবে বলতে পারেন **"তুমি খুবই ভালো ড্রয়িং করেছো, ব্যস কালার (রং) আরো সুন্দর করার প্রয়োজন রয়েছে।"**

তাড়াতাড়ি করো: বাচ্চারা তাদের কাজ করে আর নিজের গতিতেই করে, যদি তাদের উপর মানসিক চাপ বেড়ে যায় তবে হিতে বিপরীতও হতে পারে আর সেই কাজ দেরীও হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ, সন্তান হোম ওয়ার্ক করছে, কিন্তু আপনি চাচ্ছেন যে, সে যেনো দ্রুত কাজ শেষ করে নেয় যাতে আপনি পরিষ্কার করে নিতে পারেন, তখন যদি **"আপনি দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য বলতে থাকেন"** তবে সন্তানের উপর মানসিক চাপ বেড়ে যাবে আর তার হোম ওয়ার্ক খারাপ হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে, অতএব তাড়াতাড়ি করো তাড়াতাড়ি করো বলার পরিবর্তে ইতিবাচক ধরন গ্রহণ করা যেতে পারে, যেমন; আপনি এভাবে বলতে পারেন **"দেখি তো আপনি ১৫ মিনিটে হোম ওয়ার্ক শেষ করতে পারেন কিনা"** এতে সন্তান আনন্দচিত্তে কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করবে আর আপনার সমস্যারও সমাধান হয়ে যাবে।

টাকা নাই: বাচ্চারা সাধারণত আবদার করতেই থাকে, তাদের আবদারে যদি আপনি প্রায় এরূপ বলতে থাকেন যে, **"বাবা এখন টাকা নাই"** তবে এই বাক্য সন্তানের মাঝে হীনমন্যতার কারণ হয়ে যেতে পারে, এরূপ বাক্যের পরিবর্তে আপনি এভাবে বলতে পারেন **"এখন আমি অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনবো, আগামীবার আপনাকে কিনে দিবো"** বা এরূপ কোন সুন্দর উত্তর দিয়ে দিন। এতে সন্তান হীনমন্যতা থেকে বেঁচে থাকবে আর তাদের কোমল হৃদয়েও এই বিষয়টি গেঁথে যাবে যে, প্রথমে প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা উচিৎ, অবশিষ্ট কাজ পরে।

এগুলো মাত্র কয়েকটি উদাহরণ, যদি পিতামাতা নিজেকে পর্যবেক্ষণ করেন তাদের আরো অনেক বিষয়ে দৃষ্টি পড়বে, যার ধরনে পরিবর্তন করা জরূরী হবে।



ছোট্ট সোনামনির ঘটনা

মিষ্টি পানির কূপ

মাওলানা আবু হাফস হায়দার আলী মাদানী

কুরবানী ঈদের আগমন অতি সন্নিকটে ছিলো, এই জন্য ছোট্ট সোনামনি আজকাল খুশির সপ্তম আকাশেই রয়েছে কিন্তু এর পাশাপাশি ছোট্ট সোনামনির আসল খুশির কারণ কিন্তু অন্য কিছু ছিলো। আসলে ছোট্ট সোনামনির ফুফুজান প্রতি বছর কুরবানির ঈদ তাঁর ভাই ও আম্মার সাথে করে থাকে। ছোট্ট সোনামনিকে তো এমনিতেই ফুফুর জান বলে ডাকা হতো আর ছোট্ট সোনামনিও ফুফুর অনেক খেয়াল রাখতো। পুরো ঘর জানে যে, এর মধ্যে কারো কোন কথা যা ছোট্ট সোনামনি মানছে না, তাদের উচিৎ ফুফুজানের সুপারিশ করিয়ে দেয়া, ছোট্ট সোনামনি মুহূর্তেই সেই কাজ করে দিবে।

সন্ধ্যার সময় ছিলো আম্মাজান উঠান ধুয়ে সেখানেই চৌকি বিছিয়ে দিয়েছিলেন, একটি চৌকিতে ছোট্ট সোনামনির আপু ফুফুজানের মেয়ে কানিয ফাতিমাকে কোলে নিয়ে খাওয়াচ্ছিলো আর ছোট্ট সোনামনি সামনে বসে আপুকে দেখেই যাচ্ছিলো, কেননা অনেক্ষণ ধরে কানিয ফাতিমা আপুর কাছে ছিলো আর তাকে কোলে নিতে দিচ্ছিলো না। ফুফুজানের মেয়ে কানিয ফাতিমা একেবারে পুতুলের মতো ছিলো, ছোট ছোট হাত পা, নরম রুইয়ের মতো গাল আর সুন্দর হাসি (অর্থাৎ আওয়াজ করা)। কানিয ফাতিমার আসাতে তো ঘর আলোকিত হয়ে গিয়েছিলো। ততক্ষণে ঘরের ভেতর থেকে ফুফু তাঁর ছেলে সাওবানের হাত ধরে বাইরে এলো, তখন ছোট্ট সোনামনি মুখ ফুলিয়ে বললো: দেখো ফুফু! এতক্ষণ ধরে আপু কানিয ফাতিমাকে কোলে নিয়ে বসে আছে আমাকে দিচ্ছেই না, আপনি আমাকে আরেকটি কানিয ফাতিমা এনে দিন।

ছোট্ট সোনামনির কথায় ফুফু হাসতে লাগলো আর আপুকে বলতে লাগলো: চলো! এবার আমাদের ছোট্ট সোনামনির পালা, তাকে কানিয ফাতিমার সাথে খেলতে দাও। ফুফুজানের কথা শুনে আপু বললো: আচ্ছা ফুফু! ছোট্ট সোনামনি ব্যস আমাকে ভেতর থেকে এক গ্লাস পানি এনে দাও, এরপর এসে কানিয ফাতিমাকে নিয়ে নিও।

পানির কথা শুনে তো যেনো ছোট্ট সোনামনির রাগ আরো বেড়ে গেলো, সে দ্রুত বললো: আচ্ছা তো এখন আপনাকে পানি আমি

এনে দিই? ভুলে গেছেন সেই দিন যখন স্কুল থেকে ফেরার সময় আমি আপনার বোতল থেকে পানি দিতে বলেছিলাম আর আপনি না করে দিয়েছিলেন। এর সাথেই ছোট্ট সোনামনি সেই দিনের কথাও বলে দিলো।

আপু উত্তর দিলো: আরে ছোট্ট সোনামনি, আমি পানি দিতে নিষেধ করিনি শুধু এটা বলেছিলাম যে, চাচ্চু বাইরে আমাদেরকে নিয়ে যেতে এসেছে আর রোদে দাঁড়িয়ে আছে তাই বলেছিলাম দ্রুত চলো আর ঘরে গিয়ে পান করে নিও। কথা আরো বৃদ্ধি পাওয়ার পূর্বেই ফুফু মাঝখানে এসে গেলেন এবং বললেন: ছোট্ট সোনামনি, এমন কথা বলে না আপুকে, যাও দৌঁড়ে পানি নিয়ে আসো।

অফিস থেকে ফেরার পর আব্বু কুলফি নিয়ে এসেছিলেন, খাওয়ার পর বাচ্চারা ফুফুর পাশে বসে কুলফি খাচ্ছিলো, ফুফু জিজ্ঞাসা করলো: বাচ্চারা! আপনারা কি জানেন, এটা ইসলামী কোন মাস?

ছোট্ট সোনামনি দ্রুত বললো: হজ্বের মাস।

ফুফু মুচকি হেসে বললো: হ্যাঁ বাবা, হজ্বের মাস কিন্তু এর নাম হলো যিলহজ্ব। এই মাসে আমরা হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর পাশাপাশি মুসলমানের চতুর্থ খলিফা হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কেও স্মরণ করে থাকি।

আপু বলতে লাগলো: জি, হ্যাঁ, আমাদের টিচার বলেছেন যে, তাঁকে এই মাসেই শহীদ করা হয়েছিলো।

হ্যাঁ মা, আসুন আমি আপনাদেরকে হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর দানশীলতার একটি ঘটনা শুনাই: আপনারা কি জানেন, পূর্বেকার লোকেরা কূপ (Wells) থেকে পানি তুলে ব্যবহার করতো, তো যখন মুসলমানরা হিজরত করে মদীনায় এলো তখন পানির খুবই অভাব ছিলো, মিষ্টি পানির একটাই কূপ ছিলো, যাকে বীরে রুমা বলা হতো এবং এর মালিক কূপের পানি টাকার বিনিময়ে বিক্রি করতো। সারা পৃথিবীর জন্য **রহমত হয়ে আসা সর্বশেষ নবী রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মুসলমানের পানির কষ্ট সহ্য করতে পারলেন না, তখন ইরশাদ করলেন: যে রুমা কূপ ক্রয় তাতে মুসলমানের অংশ নির্ধারণ করবে তবে তার জন্য জান্নাতে এর চেয়েও উত্তম প্রতিদান থাকবে। যখন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ পর্যন্ত এই সংবাদ পৌঁছলো তখন তিনি হাজারো দিরহাম খরচ করে সেই কূপ কিনে নিলেন আর সকল মুসলমানকে ফ্রিতে পানি পান করার অনুমতি দিয়ে দিলেন। আর বাচ্চারা! আমরা হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ সহ সকল সাহাবাকে ভালবাসি, তো আমাদেরও উচিৎ যে, অন্যদের পানি পান করাতে নিষেধ না করা।

ফুফুজান থেকে আজকের ঘটনা শুনে ছোট্ট সোনামনি ও আপু উভয়েই নিজের ভুলের জন্য লজ্জিত হয়।

মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত

হজ্ব ও ওমরা

পালন কারীদের জন্য

রফিকুল হারামাঈন

(পকেট সাইজ)



বুকিং চলছে

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪৩৬

বিক্রয় মূল্য(বড়) : ৭০/-

বিক্রয় মূল্য(ছোট): ৩৫/-

কুরিয়ার চার্জ : স্থান সাপেক্ষে

০১৭১৪-১১২৭২৬, ০১৮৪৫-৪০৩৫৮৯

প্রকাশনায় :

মাকতাবাতুল মদীনা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net

01180379